সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা

সৈয়দ আলী আশরাফ যশোর জেলার আলোকদিয়া গ্রামে ১৯২৪ সালে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৫ সালে ইংরেজীতে অনার্সে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৪৬ সালে এম.এ. পাশ করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদল্যায় থেকে তিনি বি.এ. অনার্স, এম.এ. ও পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৭ সালে লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫৪-৫৬ সাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তারপর ১৯৫৬ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে প্রফেসর এবং হেড ছিলেন। তিনি আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদল্যায়ের ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন ও কানাডার ব্রানসউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি সৌদী আরবের কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান ছিলেন। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্লেয়ার হলের স্থায়ী এ্যাসেশিয়েট্ এবং ফিট্জ্উইলিয়াম কলেজের সিনিয়র মেম্বর। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও সমা-লোচক। বর্তমানে তিনি কেমব্রিজে অবস্থিত ইসলামিক একাডেমীর মহা-পরিচালক এবং বাংলাদেশে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের সদস্য। বিলেত থেকে ইংরেজীতে তার অনেকগুলি বই প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে Crisis in Muslim Education, New Horizons in Muslim Education বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাভাষায় তাঁর পাঁচটি কবিতার বই 'চৈত্র যখন' ও 'বিসংগতি', যৌথভাবে অনুবাদঃ প্রেমের কবিতাতে 'ইভানকে ক্লেয়ার গল' 'হিজরত' 'রূবাইয়াতে জহীনি' সমালোচনামূলক গ্রন্থ 'কাব্য পরিচয়', 'নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়' প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা

শিল্পতরু প্রকাশনী
২৯১ সোনারগাঁ রোড
ঢাকা ১২০৫

www.pathagar.com

POEMS OF SYED ALI ASHRAF

সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা

স্বত্বঃ সৈয়দ আলী আশরাফ

প্রকাশক
শিল্পতরু প্রকাশনী
সোনার গাঁও রোড,

প্রথম প্রকাশঃ
নভেম্বর, ১৯৯১
কার্তিক ১৩৯৮

প্রচ্ছদঃ
মোমিনউদ্দীন খালেদ

কম্পোজঃ
ফটোটেক টাইপসেটার্স

মুদ্রণেঃ
পদ্মা প্রিন্টার্স এন্ড কালার লিঃ

মূল্য ঃ একশত টাকা

www.pathagar.com

হজরত সৈয়দ মনজুর হোসেন
রহমতুল্লাহ আলয়াহের
সমরণে

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বইঃ

নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়-২য় সংস্করণঃ
(নজরুল পত্রাবলী সহ)

কাব্য পরিচয়- বর্ধিত ২য় সংস্করণঃ (প্রকাশিতব্য)

রুবাইয়াতে জহীনি—

সংসদযুগে (১৯৪২ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্য-আন্দোলনের ইতিবৃত্ত) (প্রকাশিতব্য)

www.pathagar.com

ভাবাবেগ জাগে সেই ভাবাভেগকে আলী আশরাফ শব্দে সমর্পন করেছেন। কাবা শরীফে প্রবেশ মুহূর্তে কবির যে অনুভূতি জেগেছিল সে অনুভূতিকে তিনি প্রকাশ করেছেন অনবদ্য রূপকল্পেঃ

অন্তর বাসনা শূন্য হোক
নচেৎ বিভ্রান্ত হৃদয় প্রতীক্ষিত ঘূর্নন (পথহতে)
বিচ্যুত হবে,
হৃদয় দর্পশূন্য হোক
নচেৎ দর্পনে তাঁর প্রতিফলন
কালিমালিপ্ত হবে
শুধু চাই সুবিনম্র প্রতীক্ষায় তোমার উদয়
আদিম অন্তিম আলো চক্রবায়ে (ভরুক হৃদয়)

সূফী তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল জিনিস। এটা অনুভবের বিষয়, একে উপলব্ধিতে আনতে হয়, একে তত্ত্বজ্ঞের কাছে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু কবিতার সম্মুখে একে জাগ্রত করা অত্যন্ত কঠিন। কবিতা যেহেতু শব্দের শিল্প, সুতরাং বিষয়কে শব্দের বরাভয়ের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।

বাংলা কবিতায় ঐশী প্রাপ্তির অর্থাৎ বিধাতার সান্নিধ্যে উপনীত হবার যে প্রচেষ্টা আলী আশরাফের কবিতায় পাই তা একটি নতুন দিক নির্দেশনার মত এবং সে কারণে এগুলো সকলেরই পাঠ করা উচিত।

—সৈয়দ আলী আহসান

www.pathagar.com

সফেদ তরঙ্গশীর্ষে পূতশুভ্র দ্রুতদ্যুতি নেচে নেচে যায় ।

সীমাহীন আকাশের ডাক শুনি মনের সীমায়
অনন্ত বর্ষার ঢলে ভাসালো বালির চর প্রচণ্ড বন্যায় ।

এ আকাশ, এ সমুদ্র, এ বন্যার উধাও ডানায়
আমার সাজানো ঘর ভেসে গেল, উড়ে গেল কোন কিনারায় ?

চতুর্থ কবিতাটিতে ইয়েট্‌সের 'সেইলিং টু বাইজ্যান্টিয়াম' (Sailing to Byzantium) কবিতার প্রভাব লক্ষ্য করি । ইয়েট্‌স্‌ও সন্ধান করেছেন চিরন্তনকে, এ কবিও চাচ্ছেন আল্লাহ এবং রসূলের সান্নিধ্য লাভের পর এই ক্ষয়িষ্ণু দুনিয়াতে চিরন্তনকে । মদিনা মুনাওয়ারাকে সেই চিরন্তনের প্রতীক হিসাবে দেখেছেন এবং রসূল (সঃ) এর মধ্যে সেই 'নির্বেদন অমরত্বে'র সন্ধান পেলেন তাই কবি সম্পূর্ণ নতুন অর্থ যোজনা করে বাংলার পুরাতন রূপকল্পকে প্রতীকি অর্থে ব্যবহার করেছেন- এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন ঃ

তাই আজ সময়ের বাঁধ
ভেঙ্গে চুরে চুরমার হল
তাই আজ স্মৃতির গোলাপ
স্বপ্নের কমলে মিশে গেল,
তাই তার গাঢ় নীল চোখে
কেয়ামৎ প্রতিভাত হল;
এক হল- শান্তি-দীপ্ত সৃজন আলোক
আর সুপ্ত-অন্ধকার বিধ্বস্ত দ্যুলোক ।

'লাব্বায়েক' কবিতায় হজ্বব্রতের মাধ্যমে যে আত্মিক হিজ্‌রত তার বর্ণনা রয়েছে । রসূলে খোদা (সঃ) যে হিজরত করেছিলেন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে আল্লাহর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা । এই প্রতিষ্ঠার পথে সংকট ছিল, সংঘর্ষ ছিল, কিন্তু পবিত্র সংকল্পও ছিল । প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলমান হজব্রত পালনের মধ্য দিয়ে হিজরতের আস্বাদন পেয়ে থাকেন । হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা একজন মুসলমানকে তার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে । আলী আশরাফ হজ্বের সেই আনুষ্ঠানিকতাকে কাব্যে রূপান্তরিত করেছেন । তিনি তার গভীর বিশ্বাসের সাহায্যে পাঠকের সামনে হজ্ব অনুষ্ঠানের সামগ্রিক চিত্র উদঘাটন করেছেন । বারটি গতিভঙ্গির মধ্য দিয়ে তিনি এই আনুষ্ঠানিকতাকে উন্মোচন করেছেন । এই গতিভঙ্গিগুলো বিরণমূলক নয়, নিবেদনমূলক । একজন নিবেদিতপ্রাণ বিশ্বাসী মুসলমানের অন্তরে হজব্রত উদযাপনের সময় যে

www.pathagar.com

বৃষ্টিপাতে । প্রসন্ন অন্তরে যেন জাগে
ধান্যভারনম্র প্রান্তরের স্বর্ণ—
পূর্ণতার প্রশান্ত মৌনতা । যেন
আজ সুশোভিত করি গোলাপের
সুঠাম শরীর শিশিরের ক্ষণ-
জীবি জীবন্ত আভায়—যেন নিত্য
সাইমুম হয়ে আতঙ্ক পাণ্ডুর
শুষ্ক সাহারার সাথে বালুকার
হুহুঙ্কার স্বরে সামঞ্জস্য রক্ষা
করে চলি ।

নাস্তি থেকে হাস্তি পথে
উদ্ধার, উদ্ধার কর; ইয়া রব
ইয়া কাহ্হারু, ইয়া মুসাব্বিরু
লাহুল্ আস্মাউল হুস্না ।

এই কাব্যগ্রন্থের 'হিজরত' এবং 'লাব্বায়েক' নামক কবিতা দুটি বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন । ঠিক এ ধরনের কবিতা বাংলা কাব্যের ইতিহাসে আর কখনও লিখিত হয়নি । 'হিজরত' কবিতাটিতে কবির আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের রূপচিত্র পাই । বাস্তব জগতের প্রেম, লোভ, ক্ষয়ক্ষতি সব কিছু ত্যাগ করে কবি হিজ্‌রত করেছেন আল্লাহ্ এবং রসূলের নিকটতম সান্নিধ্য লাভের জন্য । এ কবিতাটি টি,এস, এলিয়টের 'এ্যাশ ওয়েড্‌নেসডে' (Ash Wednesday) কবিতাটির সংগে তুলনীয় । এখানেও কবি এলিয়টের মত কয়েকটি প্রতীক ব্যবহার করেছেন যে সমস্ত প্রতীক আধ্যাত্মিক অবস্থার অনুভূতি জাগ্রত করে । এ কবিতাটি চারটি ভাগে বিভক্ত । প্রথমটিতে সংসার ত্যাগের বেদনা এবং আকর্ষণ অথচ সর্বত্যাগের দৃঢ়তা, দ্বিতীয়টিতে সাধনার পথে নিজের বিলয়ের অপরূপ বর্ণনা, তৃতীয়টিতে আল্লাহ্ এবং রসূলের সান্নিধ্য লাভের আনন্দানুভূতি অনবদ্য রূপকল্পে প্রকাশিত হয়েছে ।

এ কোন তরঙ্গাঘাতে ভেঙে চুরে বালিয়াড়ি বাঁধ
মরু শুষ্ক হৃদয়ের তলদেশে বন্যাধারা জেগেছে উন্মাদ ?
এ কোন আকাশ থেকে ঝরে পড়ে শ্রাবণের সুর
গম্ভীর সম্মৃত ছন্দে ভরে দিল হৃদয়ের অন্ধ অন্তঃপুর ?
মেঘে-চাপা বিজলির ঘনঘন চকিত আভায়

www.pathagar.com

কর্তব্য । কোরআন শরীফে বলা হয়েছে । আল্লাহ্ আদমকে যে সকল বস্তুর নাম শিখিয়েছিলেন ফেরেশ্তারা সে নাম গুলো জানতেন না । এই 'নাম' কথাটির অর্থ কি ? সূফী সাধকগণ এ নামের তাৎপর্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করছেন সকল সময় । মানুষ পৃথিবীতে এক বৈপরীত্যের মধ্যে বাস করে— করুণা এবং বঞ্চনার মধ্যে বৈপরীত্য, গুণ এবং নির্গুণের মধ্যে বৈপরীত্য, জয় এবং পরাজয়ের মধ্যে বৈপরীত্য । সাধক এই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সত্যের সন্ধান পাবার চেষ্টা করেন । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ক্যাম্ব্রিজের ছাত্র, ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক সৈয়দ আলী আশরাফ ব্যক্তিগত জীবনে একজন সূফী সাধক । তিনি সূফী তত্ত্বের বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন এবং প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে আপন পরিচয় চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছেন । তার অধিকাংশ কবিতাই এই চেষ্টার পরিচয় বহন করে ।

সৈয়দ আলী আশরাফের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম 'বিসংগতি' (১৯৭৪ ইং)। সঙ্গতি শব্দটির অর্থ হচ্ছে একাত্ম, যথার্থতা অথবা ন্যায়গত । 'বি' প্রত্যয়যোগে এর অর্থ হবে বিশেষরূপে যে ঐক্য বা সমন্বয় গড়ে ওঠে । সৈয়দ আলী আশরাফ এই শব্দের সাহায্যে ফানাফিল্লাহর তাৎপর্য সুস্পষ্ট করতে চেয়েছেন । সাধক সাধনার প্রথম পর্যায়ে নিজেকে জানার চেষ্টা করেন । পরে গুরু বা পীরের সঙ্গে একাত্ম হন । অবশেষে আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে লীন হয়ে যান । 'বিসংগতি' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বে বিলীন হওয়ার আকাঙ্খা ধরা পড়েছে । এই কাব্যের পরিপূর্ণতা প্রস্ফূটিত হয়েছে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'হিজরত' (১৯৮৪ ইং)এ । 'হিজরত' কাব্যগ্রন্থে আলী আশরাফের চিন্তাধারা পরিপূর্ণতা পেয়েছে । 'হিজরত' গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ যে কবিতাটি এসেছে তার নাম 'আসফালা সাফেলীন' । কবিতাটির শেষাংশে কবি সুস্পষ্টভাবে তার নিজের আকাঙ্খার কথা বলেছেন যে আকাঙ্খা হচ্ছে আল্লাহর মধ্যে লীন হওয়াঃ

'আমার প্রণয় তাই ঈমানের
বলে বলীয়ান কর, হে রহিম,
হে রহমানুর রহিম । দুঃখের
দীপ্তিতে যেন অকলংক শুভ্রতা
জাগে প্রাণ-পূর্বাচলে, ক্ষতচিহ্ন
লাঞ্ছনা মনের বিদূরিত হয়
যেন ঈমানের স্নেহরসধারা

www.pathagar.com

যদি না সেই বিশ্বাস, মতবাদ বা ধারণা জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয় । যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশ্বাস শুধুমাত্র বুদ্ধিলব্ধ বিশ্বাস হিসেবেই থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো কাব্য বহির্ভূত বস্তু হিসেবেই গণ্য হবে । একজন কবির জীবনে তার ব্যক্তিগত জীবনের এবং বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটার প্রয়োজন । সৈয়দ আলী আশরাফ পাশ্চাত্য ভঙ্গির অনুসারী হলেও পাশ্চাত্য মতানুসারে কবিতাকে কাল্পনিক আনন্দ বিলাস বলে বিশ্বাস করেন না । তাঁর ভাষায় 'অব্যক্ত সত্য উপলব্ধিকে ব্যক্ত' করাই তাঁর কাব্যের উদ্দেশ্য । এদিক থেকে সৈয়দ আলী আশরাফ বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন । এ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বনি আদম' কবিতাটিতে মানুষের ক্ষমতা, অধিকার এবং একই সঙ্গে তার অসহায়তার পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে । ইসলামী দর্শনে মানুষ পৃথিবীতে বিশ্বপিতার প্রতিনিধি । কোরআন শরীফে মানুষকে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হতে বলা হয়েছে । আবার অন্যদিকে মানুষ যে কত দুর্বল এবং অসহায় তাও বলা হয়েছে । মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয় এবং সর্বসান্ত হয় । মানুষ একই সঙ্গে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতার অংশভাগী আবার শয়তানেরও বশংবদ । মানুষের এই রহস্যপূর্ণ পরিচয় 'বনি আদম' কবিতায় উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে । কবিতার সূত্রপাতে আলী আশরাফ যে প্রস্তাবনা করেছেন তাতে মানুষের চরিত্র স্পষ্ট হয়ঃ

'হে বনি আদম'
আমরা ভাসন্ত চন্দ্র পৃথিবীর বুকে
ক্রমশঃ বর্ধন আর ক্রমশঃ বিক্ষয়
শূন্যময় আমাদের গোধূলি-জীবন ।
দেখেছি নিয়ত
বর্ণালী— সম্ভারময় দিনের প্রাসাদ
ভেঙেছে রাত্রির দস্যু যাদুকরী কাঠির ছোঁয়ায়
দেখেছি প্রত্যহ
মনির শামীরা নিত্য ভুলে যায় জীবনের স্বাদ
যখন অকাল ব্যাধি করে তোলে সীসক গোলক
হাসিনা বানুর যত দীর্ঘায়িত হরিনীর চোখ ॥'

সূফী তত্ত্বজ্ঞ বলে থাকেন আল্লাহ্‌ প্রথম মানুষ আদমকে যে নাম গুলো শিখিয়েছিলেন সাধনার মধ্য দিয়ে সে নামগুলো আবিষ্কার করা প্রতিটি সাধকের

www.pathagar.com

দেন । এঁদের মধ্যে ফররুখ আহমদ ইসলামকে একটি রোমান্টিক ভাবাবহের মধ্যে আবিস্কার করবার চেষ্টা করেছেন । ফররুখের স্বপ্ন ছিল ইসলামের সমৃদ্ধিকে নতুন সময়ে পুনরুজ্জীবিত করা । এক ধরণের রোমান্টিকতা, স্বপ্নাচ্ছন্নতা এবং মোহময়তা ফররুখের 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে মূল রসাবেশ ছিল । তিনি ইসলামের আদর্শ, বিশ্বাস এবং চৈতন্যকে একটি আনন্দিত স্বপ্নের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন যার ফলে শুধু বিশ্বাসীরাই নয়, অবিশ্বাসীরাও তাঁর কাব্যপাঠে আনন্দ পেয়েছে এবং এখনও পায় । দূরবর্তী বস্তুর প্রতি আকর্ষণে একটি গম্যস্থানে পৌঁছাবার জন্য সমুদ্র বিক্ষোভ অগ্রাহ্য করা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও যাত্রাকে সুগম রাখা ফররুখের কাব্যের উপজীব্য ছিল । কিন্তু ইসলামের মৌলিক তত্ত্বকে এবং নিবেদনের যাচ্ঞাকে আধুনিক কালে কাব্যে রূপ দেবার চেষ্টা করলেন সৈয়দ আলী আশরাফ । তিনি দীর্ঘকাল বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিলেন । তার ফলে আমাদের কাব্যধারার মধ্যে তাঁর সচকিত উপস্থিতি অনুভব করা যায় না । তিনি দীর্ঘকাল বিদেশে অবস্থান করছেন এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তার নিয়মিত উপস্থিতি নেই । এর ফলে আমাদের কাব্যধারার ইতিহাসে তাঁকে সুস্পষ্টভাবে নির্ণেয় করা প্রায় অসম্ভব । একটি ভাষার কাব্য সাধনায় একজন কবির উপস্থিতি তখনই অনুভব করা যায় যখন ভাষার প্রেক্ষাপটে তাকে সর্ব মুহূর্তেই সুস্পষ্ট দেখা যায় । সৈয়দ আলী আশরাফকে সেভাবে সুস্পষ্ট দেখা যায় না । তাঁর গভীর অনুভূতি এবং অনুধ্যান আমাদের কবিতার রূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারত যদি তাকে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে প্রত্যহ উপস্থিত পেতাম ।

বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে 'চৈত্র যখন' (১৯৫৮) গ্রন্থটি নিয়ে সৈয়দ আলী আশরাফের আবির্ভাব । এই কাব্যগ্রন্থে সৈয়দ আলী আশরাফের ইংরেজী কবিতা পাঠের গভীর ছাপ আছে । 'চৈত্র যখন' কাব্যগ্রন্থের প্রথম দুটি কবিতা রবার্ট ব্রাউনিং এর মনোলোগের ধাঁচে রচিত । বাংলা ভাষায় এই ভঙ্গিতে কখনও কবিতা রচিত হয়নি । ভঙ্গিটি বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সুসামঞ্জস্য কিনা তাও পরীক্ষিত হয়নি । সৈয়দ আলী আশরাফই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই পরীক্ষার সূত্রপাত করেছিলেন । কিন্তু মাত্র দুটি কবিতায় এই পরীক্ষার নিবৃত্তি ঘটায় আমরা ভঙ্গিটির পরিণত রূপ দেখতে সক্ষম হলাম না । তবু একথা বলা যায় এ ভঙ্গিটির সূত্রপাতের জন্য আলী আশরাফ প্রসংসা পাবার অধিকারী । তবে এই কাব্যগ্রন্থে ইংরেজী কাব্যভঙ্গির পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও মূলতঃ এখানে কবি তার বিশ্বাসকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন । তাঁর নিজের বক্তব্য হচ্ছে যে, কোন বিশ্বাস, মতবাদ বা ধারণার প্রকাশই কবিতা নয়,

www.pathagar.com

যন্ত্রণা থেকে মুক্তি । বৌদ্ধরা একেই বলে নির্বাণ। 'চর্যাগীতিকা'য় মহাশক্তির কাছে সমর্পণ নেই, কেননা বৌদ্ধদের চিন্তায় পরম পুরুষ বলে কেউ নেই । তবে মুক্তি সম্পর্কে তাদের একটি ধারণা আছে, যে ধারণাকে আমরা একধরণের বিশ্বাস হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি । বৈষ্ণব কবিতাও বিশ্বাসের কবিতা এবং সমর্পণের কবিতা । মধ্যযুগের সূফী সাধকগণ বাংলা এবং হিন্দী উভয় ভাষায় প্রণয়ের রূপকের মাধ্যমে পরম বিধাতার কাছে আত্মসমর্পনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন । আমাদের বাংলা কবিতা এই ধরণের রূপকের কাহিনী সূক্ষ্ম ব্যাঞ্জনায় আলাওলের কাব্যে ধরা পড়েছে । আলাওলের সঙ্গে এই ধারায় আরও অনেক কবি ছিলেন । আধুনিক যুগের সূত্রপাতে বাস্তব জীবন, জীবনের সংকট এবং আশা-নিরাশা কবিতার উপজীব্য হয় । মাইকেল মধুসূদন দত্ত এ ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন । কিন্তু মধুসূধনের প্রবল প্রভাব থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নতুন করে বিশ্বাসের একটি দিগন্ত উন্মোচিত হতে দেখি। রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকারসূত্রে একটি ধর্মচেতনার আবহকে তাঁর জীবনের মধ্যে পেয়েছিলেন । তাঁর পিতা সূফীদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাব গ্রহণ করেছিলেন, সেই পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলী', 'নৈবেদ্য' এবং 'খেয়া' আমরা পাঠ করতে পারি । এই কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে পরম বিধাতার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা আছে এবং আত্মসমর্পনের অধিকার প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা আছে ।

প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের দুর্যোগ সম্পর্কে আমরা অবহিত হই । জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই দুর্যোগ নেমে এসেছিল, বিশেষ করে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই দুর্যোগের প্রতাপ ছিল সর্বাধিক । সকল প্রকার স্থিরতাকে ভাঙচুর করে একটি নেতিবাচক অসহায়তা নির্মাণের প্রয়াস সর্বত্র দেখা দিতে থাকে । আমরা এখানে এই ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব না, কিন্তু একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, ইউরোপের এই প্রভাব বলয়ের মধ্যে বাংলা কবিতাও পড়েছিল । যার ফলে বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে আমরা পাই । সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন "হয়তো ঈশ্বর নেই, জীব সৃষ্টি আজন্ম অনাথ।" নাস্তিক্যবাদ তখন কবিতার ধর্ম হয়েছিল । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মার্কসীয় বস্তুবাদ । তিরিশের কবিতা এই নেতিবাচক সম্ভার নিয়ে বাংলা কবিতাকে একটি নতুন পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে এনে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারা পুরোপুরি সার্থক হতে পারেননি দু'জন কবির আবির্ভাবের কারণে। এঁদের একজন হচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম, অপর জন জসীমউদ্‌দীন । এঁদের উভয়ের চিত্তে ধর্মীয় বিশ্বাসের একটা স্থিতি ছিল । কাব্যভঙ্গির জনপ্রিয়তার কারণে এরা নাস্তিক্যবাদকে সহজেই আড়াল এবং পরাজিত করতে পেরেছিলেন । এঁদের পর পরই চল্লিশের দশকে কয়েক জন মুসলমান কবির আবির্ভাব হয় যাঁরা বাংলা কবিতায় একটি নতুন ধারার জন্ম

www.pathagar.com

এবং নয়নের;
কেননা সকল বস্তুর উপর
তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ।"

উপরের উপমায় অভিজ্ঞতাকে নির্ণেয় করে অসাধারণ তাৎপর্যবহ করা হয়েছে ।

সকল যুগের কবিরাই চেষ্টা করেছেন অভিজ্ঞতাকে রাঙময় করতে এবং অভিজ্ঞতার উত্তাপকে পাঠকের স্নায়ুতে প্রবাহিত করতে । কেউ কেউ সক্ষম হয়েছেন । আমরা সেই ক্ষমতার ইতিহাস জানবার চেষ্টা করছি এবং তার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করছি । হোমারের কাব্যের সার্থকতার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে অ্যারিস্টোটল বলেছিলেনঃ মহাকাব্যরূপে যে শিল্পের উপস্থাপনা ঘটে তার ঘটনাগুলো নাট্যগুণ সমন্বিত হবে, যেমন ট্রাজেডিতে ঘটে থাকে । ঘটনাগুলো একটি মূল কর্মভাবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে যে কর্মভাব সুগঠিত, সুসম্পূর্ণ এবং যার একটি উন্মেষ, মধ্যযাম এবং শেষ আছে । এই উন্মেষ, মধ্যযাম এবং কাল নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনসত্তার মত কবিতাটি আনন্দ দেবে । মহাকাব্য ইতিহাসের মত পারম্পর্যসহ ঘটনার লিপিকরণ নয় । কেননা যেখানে ইতিহাসে একটি যুগের প্রকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেখানে মহাকাব্যে গুরুত্ব দেওয়া হয় একটি ঘটনাকে । ইতিহাসে একটি যুগের ঘটনা পরম্পরা যখন লিপিবদ্ধ হয় তখন সেযুগে এক বা একাধিক ব্যক্তির জীবনে যা ঘটেছে তার উল্লেখ থাকে— ঘটনাগুলো একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হলেও ইতিহাসে সেগুলোর উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক । কিন্তু মহাকাব্যে তা থাকে না । যেমন ট্রয়ের যুদ্ধকে অবলম্বন করে 'ইলিয়দ' রচিত হলেও উক্ত যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ 'ইলিয়দ'-এ নেই । উক্ত যুদ্ধের একটি আরম্ভ ছিল এবং একটি সুনিশ্চয় পরিসমাপ্তি ছিল । কিন্তু আরম্ভ থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত সকল ঘটনা পরম্পরা ইতিহাসের প্রয়োজনীয় সম্ভার হলেও মহাকাব্যে সমস্ত ঘটনা গৃহীত হয়নি । হোমার শুধু সমগ্র যুদ্ধকাহিনীর একটি অংশ মাত্র বেছে নিয়েছিলেন । সেখানকার ঘটনাগুলো একটি মাত্র আবেদনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ।

কবিতার তাৎপর্য নিয়ে উপরের কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ যে কোন কবির কবিতার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে অবহিত হওয়া । একজন কবি কোন অবস্থা, ঘটনা বা বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া হিসেবে কবিতা রচনা করেন তা নির্ণয় করার জন্য । বাংলা কবিতা প্রাথমিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত প্রধানত বিশ্বাসের প্রতিবর্ণীকরণ, যদিও বিভিন্ন সময়ের বিশ্বাসের রূপভেদ আছে । 'চর্যাপদ' এর বিশ্বাস হচ্ছেঃ পার্থিব বন্ধন এবং

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

চৈত্র যখন (১৯৫৮)

জন্ম দিন
বসন্ত
পূর্নিমা স্বদেশ
যখন কঠিন চৈত্র শাস্তি দেয়
আলোছায়া (সনেট গুচ্ছ)
সনেট এক ৩৩
সনেট দুই ৩৪
সনেট তিন ৩৩
সনেট চার ৩৪
সনেট পাঁচ ৩৫
সনেট ছয় ৩৬
সনেট সাত ৩৭
সনেট আট ৩৮
সনেট নয় ৩৯
প্রশান্ত নির্ঝর ৪০
ইংগিত ৪১
বনিআদম ৪৩
বিচার ৫০

প্রেমের কবিতা

ইভানকে ক্লেয়ার গল (অনুবাদ ১৯৬০) ৫৫

বিসংগতি (১৯৭৪)

বিসংগতি ৬৯
রূপবাংলা ৭১
বর্ষণমুখর চিত্ত ৭২
দজ্জাল ৭৩
জীবন্ত প্রহর ৭৪
শিরী ফরহাদ তত্ত্ব ৭৫
ক্ষয়িত গোলাপ ৭৭

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রাচীর	৭৮
মুখোস	৭৯
ইতিহাস	৮০
মহামানব	৮১
তোমার দ্যুলোক	৮২
ইংগিত	৮৩
বিজলি-উদয়	৮৪
পাগলা ঘোড়া	৮৫
অনুরণন	৮৭
সুদ	৮৮
প্রেম	৯০
কেউ এক এবং কেউ না	৯২
শোকরানা	৯৪

হিজরত (১৯৮৪)

আসফালা সাফেলীন	৯৭
সম্পূর্ণ বসন্ত	১০১
আল্লাহ্‌র মহাত্ম্য	১০২
হিজরত	
লাব্বায়েক ঃ	
এক, দাহরান	১১১
দুই, হাজরে আসওয়াদ্	১১২
তিন, ক্বাবা শরীফ প্রবেশ মুহূর্তে	১১৩
চার, ক্বাবা শরীফ	১১৪
পাঁচ, তাওয়াফ	১১৫
ছয়, আরাফাত মাঠে	১১৬
সাত, হেরা	১১৮
আট, মদিনার উদ্দেশ্যে	১২০
নয়, মদিনা মুনাওয়ারার পথে	১২১
দশ, বদর	১২৩
এগার, মদিনা	১২৫
বার, ওহোদ	১২৬

www.pathagar.com

চৈত্র যখন
১৯৫৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জন্মদিন

মেজ্‌বানি শেষ হলো ? এসো তবে, এখন দুজনে
মুখোমুখি বসি এইখানে । রজনীগন্ধার গন্ধে
আমোদিত মলয়-কূজন— এমন নিবিড়ভাবে
বহুদিন বসিনি দুজন, বসিনি নিকটে । তুমি
নিত্য ব্যস্ত থাক রন্ধনশালায়, অথবা সেলাই
নিয়ে, অথবা গৃহের কাজে, টেবিল সজ্জায় । আমি
বৃদ্ধ, সংসারের ঝামেলা নিগ্রহ ভোগ করি পথে
পথে, পথিক জীবনে, ব্যবসার অলিতে-গলিতে ।
উদিত হয়েছে মনে মাঝে মাঝে— হয়তো প্রণয়
নয়, তোমাতে আমাতে এ সম্বন্ধ অভ্যাসের শুধু ।
তোমারে গ্রহণ করি রাত্রিদিন পোষাকের মত,
গৃহকোণে সুসজ্জিত— তোমারি হাতের সজ্জা-অই
পুরাতন দেরাজের মত । তোমারে হারাই যদি
তখনো হয়তো চিরাভ্যস্ত দেরাজের অভাবের
মত শূন্য শূন্য ঠেক্‌বে জীবন ।

মাঝে মাঝে তবু
অযথা খোলস যেন খসে পড়ে হৃদয়ের থেকে ।
তোমাকে বলার ইচ্ছা সে মুহূর্তে প্রবল আকারে
জিভের ডগায় আসে। ব্যগ্রভরে ভাবি, এইবার
ভেঙেচুরে বলে উঠিঃ 'ভুলে গেছ সেদিনের কথা,
তিরিশ বছর আগে যৌবনের মহুয়ার দিন ?'
'বাজে কথা রাখ' বলে যদি তুমি গৃহকাজ নিয়ে
বিবিধ প্রসঙ্গ তোল, যদি তুমি 'এসব ছেলেমি'
বলে ভাব— তাই আর কখনো বলিনি । আজ এই
এতদিন পরে পঞ্চাশৎ জন্মদিনে বলার সাহস—
হয়তো ভাবছঃ পাগ্‌লামি কেন ? কি আর নতুন
কথা বল্‌বার আছে ? সকালে, সন্ধ্যায় জান তুমি
যাকেঃ আকণ্ঠ আবদ্ধ করা শেরোয়ানী-পরা, চুলে

ধীরে গড়ে ওঠা সুচিক্কন টাক— হায় টাক, এতো
মৃত্যুরই আলামত— এ বয়সে সুগম্ভীর এই
ব্যক্তি আজ— অতীতের স্মৃতি-পট নিয়ে কেন তার
মিথ্যা ছ্যাব্‌লামি !

www.pathagar.com

কেন যে তা আমিই জানিনে । শুধু
আজ সকলের হাসি, বন্ধুত্বের মার্জিত প্রকাশ,
রেশ্‌মি সম্ভাষ শুনে, জয়নুল- যামিনী রায়ের
দ্যাভিঞ্চির ছবি দেখে উচ্ছ্বসিত বাহবা বহর
সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখে— আমেরিকা বিলেত কে
যায় যাবে তাই নিয়ে আলাপ প্রলাপ— মনে হল
মরুশুষ্ক পথে বসে আছি— চতুর্দিকে মুখোসেরা
নৃত্যরত বিচিত্র ভঙ্গীতে । এই ছায়ানৃত্য থেকে
মুক্তিকামী আজ । হয়তো এ বাগানের বৃষ্টিসিক্ত
হাওয়ায় রজনীগন্ধার গন্ধ নামিয়েছে যত
বকুনির ঝড়, হয়তোবা ভুলে যাব সংসারের
চাকার ঘর্ঘরে । তবু জানি এর চেয়ে বড় সত্য
এ মুহূর্তে আর কিছু নেই । অর্থের সাধনা তুচ্ছ,
বিচিত্র কঠিন তার গতি । সর্পিল কঠিন পথে
দান করে সম্মানের নিষ্‌প্রেম নির্মোক । তাঁবেদারী
করে তার স্বপ্নসাধ মিথ্যা প্রমাণিত; আদর্শের
দূরদৃষ্টি মরীচিমায়ায় পরিণত । তার দান
অক্ষয় অমর হবে ? আজ শুধু মনে হয়— মিথ্যা
প্রহসন জীবনের প্রশান্তির কাছে, প্রেম আর
বিশ্বাসের উচ্ছ্বসিত প্রাণদাত্রী নির্ঝরের কাছে ।
তাই লুব্ধ, অন্ধকারে খুঁজি আজ তোমার অন্তরে
নির্ঝরের প্রকাশ-বিবর । চৈত্রমাসী শুষ্কতায়
খুঁজে ফিরি বৃষ্টির প্রপাত । সেদিনও চৈত্ররাত্রি ।
তিরিশ বছর পূর্বে সেও এক জন্মদিন ছিল ।
গলকম্বলের থর তখনও জমেনি । তারুণ্যের
লাবনী-মণ্ডিত দেহ, তুমি ছিলে মায়াবী জুলেখা ।
রাত্রি হল ।
মনে পড়ে ?
তোমারে পৌঁছিতে গেছি রমণার
রমণীয় পথে। দক্ষিণে বিস্তৃত মাঠ আলো-ছোঁয়া,
যাদুকরী, নিস্পন্দ, নীরব । বামে ছিল কৃষ্ণচূড়া
জ্যোৎস্নায় বিকচ কুসুম । নিম্নে ঝরা ঊর্ণনাভি-আলো ।
গুলঞ্চের মদগন্ধ ভেসে এল বাসন্তী হাওয়ায় ।
সুরভিত অন্ধকারে স্বল্পবাক্ তুমি হলে মূক ।
পশ্চাতে প্রাচীন দ্বার ভগ্নশোভা খিলানে খিলানে—
অতীত গৌরব-গাথা-অনিবার্য বিনাশের সম্মতিঃ
আনন্দ করুণ সুর ছুঁয়ে গেল দুজনের মন ।

www.pathagar.com

শ্লথগতি । কখন দাঁড়িয়ে গেছি হাতে হাত বাঁধা ।
ভুলে গেছি সীমারুদ্ধ ক্ষণিক জীবন; রুক্ষ শুষ্ক,
বিজ্ঞপ্তি-ঢোলকে বন্ধ, নাগরিক ঊষরজীবন ।
ঊষর, ধূসর সেই নাগরিক জীবনের পথে
ঠেলে দিলে তুমিই আবার কাব্যের উৎসব থেকে
বিসর্জিত প্রতিমার মত । অর্থের পিচ্ছিল পথে
ক্রমগতি অন্ধকার গভীর গুহায়; ক্ষণলব্ধ
বাগিচার মধুক্ষর নির্ঝর-আলোক বৈদ্যুতিক
আভা শুধু— ভুলে যাই বিংশ শতাব্দীর
চাকার ঘর্ঘরে, ঘর্মক্লান্ত মোটর-গহ্বরে, অতিব্যস্ত
ব্যাঙ্কঘরে বকিম তলায় ।
তবু জানি, সেইদিন
বন্ধুত্বের অবসানে প্রণয়ের সন্ধিলগ্ন জন্ম

নিয়েছিল । বিবাহের সম্মোহান্তে দারিদ্র্যের জ্বালা—
তার চেয়ে বেশী কি ছিল না অর্থসহচরী যত
সম্মানের, গৌরবের, ক্ষমতার লোভ ? শাড়ী বাড়ী
গাড়ী আজ ছড়াছড়ি কত! তবুও অতৃপ্ত চিত্ত
তৃপ্তি খুঁজি বিলিয়ার্ডে, কার্ডে ও ছবিতে, ক্লাবঘরে
সাজানো জৌলুষে ।
তবুও কয়েস নই । আমি শুধু
সাময়িক ঘড়ি, ঘুরে চলি বাঁধা পথে, ছন্দোবদ্ধ
প্রাণহীন কবিতার মত । ত্যাগের লালসা জাগে—
হাল্লাজের, রুমীর খোয়াব । স্বপ্ন, স্বপ্ন, মিথ্যা স্বপ্ন
শুধু আকাশ-কুসুম ।
প্রণয়ের হীরক-বলয়
কখন হারিয়ে গেছে অন্ধকারে অতীত-গুহায় !
তার দীপ্তি অন্ধ চোখে হয়তো বা পথের ইশারা
এনে দিতো কোনো সন্ধিক্ষণে। কেনানী ইউসুফ
আর ফির্‌বে কি ইয়াকুবের বুকে ? দেবে কি তোমার
ছোঁয়া ? সেই ছোঁয়া এখন কোথায় !
থাক্ কথা থাক্,
ঘুমের ব্যাঘাত হল ? শুতে যাও । আমি পরে যাব ।
চিন্তার কারণ নেই । মজ্‌নুত হইনি— এখনো অনেক দেরীঃ
হয়তো বা হওয়ার সাহস নেই, কখনো হব না ।
অলস বিষ্টির ছোয়া অংগে মেখে যদি তৃপ্তি পাই
তাই-ই একটু বাইরে বসেছি— হাওয়াটা সত্যিই মিষ্টি, না ?

www.pathagar.com

বসন্ত

ফাইলের ধূলি-ঘাঁটা শেষ হল তার । বের হল
ইডেন-বিল্ডিং থেকে । মোটরের সঘন প্রলাপে
বৈকালিক ধূলি আলাপনী । পায়ে চলা পথে যেয়ে
আকাশে তাকালো, মনে হোলোঃ 'এ কোন্ আকাশ!'
চতুর্দিকে আবার তাকালো— ধূলায় ধূসর রাজ্য,
জনতার খুরে খুরে লুপ্ত, গুপ্ত আকাশের নীল ।
চিন্তায় কথায় মগ্ন স্বেদসিক্ত যাত্রীদল চলে—
বন্দী নিত্য জন্মমৃত্যু স্বরচিত জেলের পিঞ্জরে
বন্দী তারা স্বেচ্ছা-অন্ধ বাদুড়ের মত অন্ধকারে
আফিসে-বাড়ীতে; ধূলি-অন্ধ চক্ষু দিয়ে যে মুহূর্তে
যেদিকে তাকায় ধূলি ছাড়া আর কিছু কোনদিন
নজরে পড়ে না ।
দৃষ্টি তার ফিরে গেল আকাশের
দিকে, নীলিমার কাক-চক্ষু আলোকের দিকে, মনে
হল অংগে অংগে এল বসন্তের মুক্তির সম্ভাষ
অনিকেত প্রেয়সীর সকরুণ অকাম চুম্বন ।
প্রগাঢ় আশ্বাস-ভরা শান্তিময় হাসি, স্নেহসিক্ত
প্রমুক্ত আলোক-বন্যাঃ কখনো তো এমন দেখেনি ।
চিরপরিচিত এই বাগান-বিলাস— স্বতঃবাহী স্রোত
যেন— বেগুণী ফুলের ঝর্ণা— কতদিন ঝরে ঝরে
পড়ে গেছে পথের ধূলায়, জুতোয় মাড়িয়ে গেছে;
কখনো ভাবেনি— এমন অঢেল স্নেহে মুক্তকণ্ঠে

ডাক দেবে তারা ।
হাইকোর্ট গেটে এল । দাঁড়াল সে
প্রায়ান্ধ বটের তলে । সারা অংগে দিল তার স্নিগ্ধ
আলিংগন দক্ষিণের দাক্ষিণ্য-মলয় । কোকিলের
স্বতঃস্ফূর্ত পঞ্চমী রাগিনী ভেঙে দিল চেতনা-বন্ধন;
ভুলে গেল পথ্যহীন অসুস্থ সন্তান; তৃপ্তিশূন্য
হাসিনাবানুর দৃষ্টি, সীসক-কঠিন ।
উৎক্ষিপ্ত
নিক্ষিপ্ত সে শৈশবের কচিশ্যাম দিনে । স্বচ্ছতোয়া

www.pathagar.com

ইছামতী— বিচিত্ররূপিনী— শব্দের ঝিলিক দেয়
বুকের পিঞ্জরে, বর্ষায় টিনের ছাদে ক্ষণলব্ধ
শব্দের নির্ঝর; আর রাত্রে কম্পিত কূপির শিখা,
কাঁথার আড়ালে মাতৃবক্ষে গুঞ্জরিত চিত্রকল্প
হাতেম তাইএর ।

ডুবে গেল হাইকোর্ট, ধূসর-পৃথিবী,
হাজারো পাখার শব্দে ডুবে গেল প্রাচীন আকাশ।
ডানা মেলে উড়ে এল তারা, যারা ছিল নিত্যসঙ্গী
ইছামতী তীরে অথবা বেতসবনে, শিয়াকুল-ঝোপে
সেনালু ফুলের রাজ্যে ; যারা তার দেহ ছুঁয়ে যেত
যখন হিজল ডালে ডাহুকের বুক-ভরা ডাকে
মনের হাজারো পর্দা মোমশিখা যেন— কেঁপে কেঁপে
অংগে অংগে শিহরণ দিত; বিবির ভিটায় শুয়ে
ছম্‌ছমে ঝিমানো দুপুরে যাদের পায়ের শব্দ
মিলে যেত ইছামতি নদীর কল্লোল । আজ তারা
এল, ঝিরঝিরে ময়ল-ডানায় ভর করে এল,
বটের পাতায় তারা সুর তুলে বাজালো নূপুর,
লালনীল আকাশের ঢেউতোলা পরতে পরতে
তাদের সহস্র কণ্ঠে নাম-গান উচ্চারিত হল ।

প্রচণ্ডকম্পন জাগে বসন্তের সীমান্ত সন্ধ্যায়ঃ
জ্বলন্ত শব্দের বহ্নি— সূর্য ডোবে পশ্চিম-প্রান্তরে
উদ্‌গত সুরের উৎস, অংগে অংগে কোকিলের ডাক,
নিশীথের আগমনী গান—ঝিঁঝিটের একান্ত আহ্বান—
সৃষ্টিব্যাপী ঐক্যতানে ভুলে গেল অধুনা প্রাচীন—
শিশুর কল্লোল জাগে প্রস্ফুটিত প্রাণের প্রলুলে ।
অন্ধকার ঘন হল ।
ঘরমুখো মুক্তপ্রাণ গতি ।

www.pathagar.com

পূর্ণিমা স্বদেশ

খুঁজেছি অনেক তাকে
অন্ধকার মাঝরাতে বিদ্যুতের চকিত আভায়
অথবা ধানের ক্ষেতে ফসলের নম্র পূর্ণতায়
খুঁজেছি অনেক ।
মনে হয় দেখেছি বা পদ্মার প্রলয়ে
সর্বনাশা নেশামত্ত বর্ষাসংগী রাতে
আলুথালু বেশ তার, আকুল কুন্তলা
অথবা চৈত্রের শেষে দগ্ধতাম্র গেরুয়া সন্যাসী
দিগন্তে ইন্ধন জ্বালে সূর্যতপ্ত চোখ
হুঙ্কারে ছুটে আসে নৃত্যলোল ঘূর্ণিত চরণে;
অথবা পূর্ণিমাশান্ত প্রসন্ন আলোক
ছন্দময় প্রাণ তার ছুঁয়ে গেছে আমার কপোল ।

তবু তাকে বিনিঃশেষে পাওয়া যেন হলনা এখনো
প্রচ্ছন্ন প্রদোষালোকে মনে হয় অস্পষ্ট অধরা
কখনো বা সাঁওতালী নৃত্যে দেখি তাকে মহুয়া বিভোল
কখনো ডিঙ্গিতে বসে মনে হয় সে বুঝি অসীম
মেঘনার মত বুঝি ক্রমশঃ বিশাল
সসীম গোষ্পদে বন্দী, তবু যেন অসীম আকাশ।

খুঁজেছি অনেক তাকে
খুঁজি তারে আজো
জনারণ্যে, অন্ধকারে, ব্যাঘ্রের হুঙ্কারে
মনে হয় দেখা বুঝি মেলে
তাঁতীর সুন্দর কাজে, অনাকাংখ শিল্পের সজ্জায়
জেলেদের অর্ধোলংগ সতেজ প্রয়াসে
মানুষের হৃদয়ের বিচিত্র জৌলুষে

আবার মিলায়
মিছিলে মিছিলে আর উত্তেজিত বিজাতীয় অমীড় হাওয়ায় ।
তবু তার অলখ অপূর্ব রূপ ইন্দ্রধনু ময়ূর পেখমে
কোকিলের কণ্ঠঝরা মধুর নিঃস্বনে
মৃত্যুক্লিন্ন রাজপথে বিষন্ন সন্ধ্যায়

www.pathagar.com

অথবা আষাঢ় ঝড়ে অন্যথাবৃত্তির চেতনায়
বিচিত্র স্বরূপা দেখি
বেদনামধুর;
ভাটিয়ালী সুরে ঝুরে
লালনের ললিত কলায়
মৃত্যুলগ্নী রূপ তার দূরায়ত্ত, তবুও নিবিড়
রক্তে রক্তে মীড় তার বেজেছে নিয়ত;
তালী তমালের বনে, রজনীগন্ধায়
সুকোমল মাতৃস্নেহে, কঠোর ঝঞ্ঝায়,
পুরুষ পৌরুষ তার, তবু সে তো নবনী কোমল

অসীম সসীম তার মিলে গেছে সমুদ্র-উল্লাসে।
চিনি, তারে চিনি
অতনু প্রবাহ তার
অন্তরের অন্তরীক্ষে বাজিয়েছে প্রত্যক্ষ কিঙ্কিনি ।
আচ্ছন্ন পূর্ণিমা চাঁদ— এই-ত স্বদেশ ॥

www.pathagar.com

যখন কঠিন চৈত্র শাস্তি দেয়

যখন কঠিন চৈত্র শাস্তি দেয়, আগ্নেয় ঝলকে
ঝলসায় মোলায়েম ত্বক্, কচ্ছপ-সূর্যের বন্দী
ছায়া ফেলি ধীরে পোড়ানো রাস্তায়, গমকে গমকে
হাঁকে বায়ুর বিক্ষোভ, পথ চলি ধীরে, আলো-অন্ধ,
সূর্যসংগী; পানির তরল লোভে ছুটে চলি আমি
যেখানে পদ্মার দেহ রোগশীর্ণ, জীর্ণ বেলাভূমি—
সহসা কোকিল-সুরে হৃদয়ের বৃন্ত কেঁপে ওঠে
শব্দের জোয়ার নামে, ঝরে পড়ে রক্তাক্ত ভৈরবী ।

শব্দের মিনারে বন্দী— তবু দেখি চরের বালুতে
বিকেলের রোদ নামে, শব্দায়িত নারীদেহ চলে
নরম লতার মত, তারার ইশারা-চোখ যত
শিশুদের দিশেহারা খেলা, বহুদূরে শ্রান্ত চাষী ।
তোমারে কি এ মুহূর্তে মানিকের মালা গেঁথে দেব ?
বলব্ কি ঝাউয়ের ঝঞ্ঝায় ? শিকড়ের গোড়া থেকে
উদগত সুরের সাজে সাজাব কি রঙীন পোষাকে ?
বল্‌ব কি সুরে সুরে যে রাগিনী হিমানি উৎসের ?

বটের আড়ালে বসে সময়ের পায়ে পায়ে চলা
কান দিয়ে মন দিয়ে শুনি, শব্দের বসন্ত জাগে
পাখির পালকে কাঁপাকাঁপা সুরে; ডুবন্ত পরাগে
জ্বলন্ত শব্দের মত সূর্য ডোবে অগ্নি-পথ-ভোলা ।
উদগত পাতারা বলেঃ আমি জানি সকল খবর;
চোখের তারাকে বিঁধে হৃদয়ের দোর ভেঙে বলেঃ
এবার বেরুবে তারা ধ্বনি-ঘেরা কালির সম্মোহে ।
বল্‌ব কি ঘাসের বেদনা আর পাতার কাহিনী ?

বল্‌ব কি তোমাকে এবার ? বল্‌ব কি বিশেষতঃ
যখন চৈত্রের বানে এ মুহূর্তে মন শব্দাহত,
পদ্মার চিকন রূপা বহুদূরে গলে গলে চলে,
আগ্নেয় দিনের জিহ্বা চুষে নিল বসন্ত-সম্মোহ,
যখন ক্ষ্যাপামি এল মন ঘিরে কোকিল-শোভায়,
তখনই শোনাই যদি, শুনে নাও ধ্বনির বেদনা,
শুনে নাও হৃদয়ের রক্তক্ষরা উষ্ণ প্রস্রবন
পদ্মার উদগম মুখে জাহ্নবীর হিমেল আহ্বান ॥

www.pathagar.com

সনেট এক

আমারে বিশ্বাস করঃ এ তো দয়া নয়, এ আমার
সত্য ভালবাসা । মানি আমিঃ তুমিই জানিয়েছিলে
প্রথমে ঝরোকা খুলে হৃদয়ের খ্বাব; মানি- দিয়েছিলে
হৃদয় চয়ন করা কুন্দশুভ্র প্রেম উপহার ।
আমার হয়েছে দেরী । ভয়ে ভীত কপোতের মত
সংকুচিত ছিল প্রেম দ্বিধাভরে ভীরু বক্ষপুটে;
ভেবেছি তোমার মন বাঁধা আছে অন্যেতে হয়তো ।
আমাকে বিশ্বাস কর— তাই ভাষা ওঠে নাই ফুটে ।
তাইতো তোমার প্রেম মনে প্রাণে কাঁপন জাগায়
ছন্দোময় তরঙ্গ উচ্ছ্বাস; হৃদয়ের তলদেশে
অলক্ষিতে গেড়েছ শিকড়, তাই সেতারা শোভায়
ভাষার ফুলেরা ফোটে প্রণয়ের স্বাপ্নিক আবেশে।
সংশয় রয়েছে তবু ? তবে এই চুম্বন বিভায়
প্রেমসত্য দীপ্ত হোক দ্বিধা-অন্ধ রুদ্ধ চেতনায় ।

www.pathagar.com

সনেট দুই

কেন ভালবাসি ? ভালবাসি ভালবাসি বলে । এযে
অকারণ হাস্নুহেনা— ফোটে প্রাণে অত্যন্ত সহজে ।
রূপমুগ্ধ নই । হরিণ নয়না সে তো নয়; সে তো নয়
বিদ্যুৎ বরণী । কেশভার মাটিছোঁয়া ? —তাও নয়;
আঁখিতে বিদ্যুৎ নেই— নেই দিন জ্বালানোর জ্বালা;
কবির বর্ণিত পক্কবিম্বাধর ওষ্ঠসহ বালা—
তাওতো সে নয় । সে সহজ অতি-স্বাভাবিক
সহস্রের মাঝখানে চিনিবেনা তারে— বাস্তবিক ।
গুণ তার ? আছে সত্য— তাওনা অনন্যসাধারণ।
মন ভুলাবার কলা— আঁখিঠারা— জানেনা তেমন;
জানেনা সে মান অভিমান আর কপট সোহাগ,
একান্ত সহজে খুলে মেলে ধরে হৃদয় পরাগ।
তাই রূপ গুণ নয়, ভালবাসি ভালবাসি বলে
মনে প্রাণে প্রেম শুধু অকারণ পুলকে উচ্ছলে ।

www.pathagar.com

সনেট তিন

যখন সম্মুখে থাক— ভুলে যাই আমি ভালবাসি
তোমারে গ্রহণ করি স্বাভাবিক নিয়মের মত
যেমন গ্রহণ করি ফুল আর আলোকের হাসি
যেমন ভুলেছি তারা মর্মমূলে মধূপের মত
চুম্বন সোহাগে করে আনন্দে হৃদয় বিকশিত ।
চোখের আড়ালে গেলে মনে জাগে কিসের অভাব—
রাতের আঁধারে ঢাকা সূর্যহারা পৃথিবীর মত
কবিতা তারায় শুধু খুঁজে ফিরি তোমার প্রভাব ।
এ কার ছলনা-খেলা ? তোমারে হারালে আরো পাই ।
একেবারে হারালে কি আরো পাব গূঢ় প্রাণ মনে ?
একমাত্র তুমি ছাড়া চেতনাতে আর কিছু নাই
আকাশ, পৃথিবী চাঁদ, ধরা দেবে তোমার স্বপনে ?
প্রত্যক্ষ তোমারে তাই না জানালে প্রণয়-প্রলাপ
দুঃখ পেয়োনা জেনো— মনে মনে নিগূঢ় আলাপ।

www.pathagar.com

সনেট চার

প্রথম-চুম্বনে শুনি থর্ থর্ অংগ কাঁপে। তুমি
কাঁপলে না । না এ শুধু ললাটেই প্রেমের আশিষ্
কলি-বুকে প্রজাপতি-ছোঁয়া । নয় মধুপের শিষ্
দেয়া, ঘনপ্রাণ রোমাঞ্চিত, শিরা-স্নাত, মন চুমে
যাওয়া চুম্বন ওষ্ঠাধরে; পাপড়ি মেলাতে পাখা
ধীরে ধীরে বুলানো আভাসে, জড়িমা ভাঙানো আর
আবেশে জড়ানো । তাই জেগে ওঠে আঁখির পাতার

কোলে সেই পরিচয় যার ছবি গূঢ় প্রাণে আঁকা ।
কম্পন জাগেনা তাই— খুঁজে পাও চেনার স্বাক্ষর
বুঝে নাও কে তোমারে প্রাণে প্রাণে খুঁজে খুঁজে ফেরেঃ
পাপড়ি মেলেছো তাই—বাণীবন্ধ;—এনেছে অন্তরে
চেনার অতীত চেনা সৌরভের নীরব অক্ষর ।
এ যে শুধু ঘুম-ভাঙা চেনার আবেশে জাগরণ
তাই আজ এ চুম্বনে জাগে নাই অংগে শিহরণ।

www.pathagar.com

সনেট পাঁচ

তোমারে সন্দেহ করি ? দুঃখ কেন ? এইতো নিয়ম
সকলেরি ছায়া আছে— কোথাও কি দেখ ব্যতিক্রম ?
রাতের আঁধার দেখে ভেবেছ কি আলোর অভাব ?—
দিনের প্রচ্ছায়া শুধু জারি করে আলোর প্রভাব ।
মিলনে বিরহ-ছায়া — অমিলনে মিলন উজ্জ্ব ল ।
মন্দ-ছায়া— ভাল দীপ্ত । মিথ্যা-ছায়া সত্য মহাবল ।
জীবনের ছায়া মৃত্যু— মৃত্যু হতে জীবনের ফুল
ধরণীতে সত্য মানি, আখেরাতে হবে না বেভুল ।
সন্দেহ-ছায়ায় নিত্য প্রেমালোক ভাস্বরিত— তাই
তুমি ভালবাস কি না ছেলেখেলা খেলিছ বৃথাই
সেই প্রশ্নে বিদ্ধ আমি নিত্যঃ ভাঙি ক্ষণিক সম্মোহ;
সত্য যদি, থাক্ তবে চিরন্তনী সনাতনী মোহ ।
সন্দেহ-আঁধার তাই প্রেমসূর্য প্রমাণিত করে
ভালবাসি হে প্রেয়সী উৎকণ্ঠ-সন্দেহ-অন্তরে ।

www.pathagar.com

সনেট ছয়

মোছ আঁখি। বাদলে নিবন্ত তারা আবার জ্বলুক ।
"নাটুকে" বলেছি বলে এত কান্না ! ভেবে দেখেছ কি
নাটক আমিও করি, সকলেই করে ? ভুলচুক্
সকলেরই আছে— কারো বেশী, করো কম । ঢেকে রাখি
স্বাপ্নিক চেতনা দিয়ে । খেলি নিত্য মুখোসের খেলা ।
প্রণয়ের ফানুস্ ওড়াই, ফোটাই হাসির ফুল
কান্নাতারা স্বপ্নাকাশে। কোমল স্বপ্নেই ভুলি— মেলা
মেলে যাদুর মুলুকে— ছবি দেখি মায়াবী অতুল ।
সে মায়া সহসা ভাঙে । চেতনার উদয়-পাখীরা
কলরব করে ওঠে । চেয়ে দেখি, ঘুমের পাখায়
ভর করে এসেছিল মায়াবিনী যাদর পরীরা,
কেটেছে আমার বেলা নাটকের অলস খেলায় ।
অসতর্ক সে মুহূর্তে মনে হয় "নাটুকে" সবাই;
এ ধারণা সত্য কিনা— তোমার ক্রন্দনে ভুলে যাই ।

www.pathagar.com

সনেট সাত

তৃষ্ণাতুর দিনরাত্রি তৃপ্তিহীন কাটে— হে আমার
হাসিকান্না বেদনাসংগিনী । তোমার সংগের সুধা
বৃথা খুঁজি আকাশে তারায়; ভীড় করে বারম্বার
অলক্ষ্যে সমৃতির ছবি— তীক্ষ্ন তাতে নিঃসংগ বসুধা ।
গণ্ডে রেখে গণ্ডদেশ মুগ্ধচোখে চাঁদেরে দেখেছি
মেঘের তরঙ্গ কেটে ভেসে চলে বলাকা গতিতে;
শেফালির মৃদুগন্ধে সুরভিত রাত; ছাদ ঘিরে
ঘুমিয়েছে আলোর শিশুরা; কটিদেশ ঘিরে হাতে
হাতে দক্ষিণের ছাদে একসাথে পদবিচরণ;
আমরাও ভেসে গেছি মুগ্ধতার কোমল মায়ায় ।
সেই চাঁদ আজো হাসে— ক্ষণকাল জাগায় স্বপন
তোমার প্রশান্ত স্পর্শ ফিরে পাই অমার কায়ায় ।
সে স্বপ্ন মুহূর্তে ভেঙ্গে বেদনার ঢেউ ওঠে জেগে
আকাশ পৃথিবী চাঁদ হেসে চলে নিজস্ব আবেগে।

www.pathagar.com

সনেট আট

নির্মম শীতের রাতে বসে আছি নিঃসঙ্গ প্রবাসে
আমার পড়ার ঘরে । তুমি কি ঘুমিয়ে আছ ? সেই ঘর
সেই ছাদ নির্জন নীরব— শুধু সেই চাঁদ হাসে,
ছড়ায় নিকুঞ্জ-তলে উর্ণনাভি আলো; সর্ সর্

ধ্ব নি জাগে সজ্নে পাতায়; উত্তুরে শীতের বায়ু
কাঁপন লাগায় আধন্যাড়া কুলের শাখায়; নেয়
বয়ে শেফালির মৃদুগন্ধ এদিক্ ওদিক্ (তার আয়ু
ফুরিয়েছে শরতের শেষে), হয়তো বা নাড়া দেয়
জানালা কবাট্ ।
মাঝরাত ।
মোটরের সঘন গর্জন
নীরব পথেরে যেন সচকিতে চমক লাগায়—
সেই পথে এখনও কি শোনা যায় চাকার ঘর্ষণ
যখন জোছ্নার বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে সুরকির গায় ?
ঘর, আলো, গন্ধ আছে— নেই শুধু যুগল ভ্রমণ
দুই মনে এক হয়ে জাগে না তো চাঁদের স্বপন ।

www.pathagar.com

সনেট নয়

তোমারি প্রতীক্ষা করে এতদিন আমার আকাশে
কোকিল গেয়েছে গান, ঘুঘুস্বর ভেসেছে বাতাসে;
ভেজান দুয়ার ঠেলে বতিচেলি-বসন্তের মত
আবির্ভূত হবে তুমি, তাই বক্ষ কেঁপেছে নিয়ত ।
তোমার স্বপ্নের ছবি মূর্ত করে এবারে কি তুমি
এসেছ আমার কাছে ?—না এ শুধু স্বপ্ন-মরুভূমি ?
তোমার স্বপ্নের চেয়ে তুমি সত্য হবে আশা ছিল !
তবুও তোমার ছোঁয়া রসহীন পাত্র ভরে দিল ।
আমার আকাশে তবু ভাষাতীত গান জাগে নাই
আমার দেহের দীপে জ্বল্‌ল না নয়া রেশ্‌নাই
বাঁধ ভাঙ্গা বন্যাধারা হন্যে হয়ে উন্মাদ কল্লোলে
ডুবাল না, ভরাল না, জাগালো না প্রাণের পল্‌লে ।
শারদীয় ধান্যভার-পূর্ণতার সসিম্ন ত আভাসে
স্বপ্নের পূর্ণতা এল, প্রশান্ত আলোকে প্রাণ হাসে।

www.pathagar.com

প্রশান্ত নির্ঝর

শব্দাহত করিনি সেদিন
গূঢ় শান্ত, গাঢ় নীরবতা ;
প্রণয়ের প্রশান্ত নির্ঝরে
স্নাত হতে দিয়েছি এ দেহ ।
অন্ধকারে ধীরে প্রবাহিত
শরতের ভরা নদী যেন
ভরে দিল প্রাণের দুকূল ।
মহুয়ার মধু মাদকতা !
জীবনের রসের সম্ভারে
ভরে দিল দেহের মুকুল ।
আপ্লুত, আবিষ্ট, শ্লথ দেহ ;
এলায়িত কবরীর বেণী ;
দু'হাতের বল্লরী-বেষ্টনে
ঘন, লুপ্ত । তুমিও নীরব

পূর্ণতায় হৃদয় বিক্ষত ।
উভয়েরই প্রথম মরণ
জীবনের নব-মোহনায় ।

www.pathagar.com

ইংগিত

কতদিন কত ভেবেছি—
গান গেয়ে যাব সূর্য তারার মত,
সুরের কলাপে সন্ধ্যার তারা
ঝিল্‌মিল করে উঠ্‌বে,
পূরবী সন্ধ্যা অন্ত প্রলাপে
কোকিল কাকলী বুন্‌বে ।
এত নীল এত প্রশস্ত নীল
এই সুনিবিড় শারদ আকাশ
কত বসন্ত কত মিহি সুরে
বুনে বুনে চলে কোমল বাতাস
কত বর্ষার মেঘ-মল্লার
কত দুন্দুভি বাজাল—
তবু কত কিছু হারাল ঃ
কত মানুষের নীরব কান্না
হৃদয়ে শুনেছি, বল্‌তে পারিনি
শিশু সারল্য নির্জনে ফোটে
হাসি-উচ্ছল, ধর্‌তে পারিনি
কথা দিয়ে কথা সাজানো
নিস্তরঙ্গ হাওয়ায় হাওয়ায়
ধ্বনি-তরঙ্গ জাগানো—
এই শুধু কাজ ।

ছাপার কালিতে অক্ষর গুণে শব্দের সমারোহ
তাই দিয়ে দিয়ে ধরবে কি বল, অকথিত সম্মোহ ?
তবু এই ধ্বনি রচে যেতে পারে আপন সম্মোহনী
অক্ষর ঢেউএ ধরা যেতে পারে
অস্ফুট ভাব-সুর-কানাকানি
যদি মূর্ছনা মীড়ের ছন্দে
ধ্বনি তরংগ ছন্দ বন্ধে
রচে তুলি ধীরে ভাব-নর্তনে
সুরের তাজমহল ।

www.pathagar.com

আজ শুধু শুনি উপহাস শুনি বন্ধুবরের
কাঁটার মতন বিঁধে যায় মনে অবুঝ বাহবা যত মূর্খের
অক্ষমতার, অপটুত্বের ক্ষত-বেদনা
ক্রোধ জ্বালে মনে বিত্তহীনের সমবেদনা ।
শুধু মনে ভাবি-এ বিড়ম্বনা শেষ হবে কবে !
কবে শেষ হবে ভুল বুঝ্‌বার ভুল প্রকাশের সম্ভাবনা !
কবে এ অন্ধ বদ্ধ ভাষার চোখের পর্দা দূর হয়ে যাবে ?
কবে নিয়্‌প্রাণ জড় অক্ষরে মৃদুঘাস তার রং ঢেলে দেবে
পাখীর কাকলী সুর ?
কলছন্দের উন্মাদনায় নদী কল্লোল গোপন অন্তঃপুর
ভরে দেবে তার ? কখন পুড়বে
পূত আগুণের সোনালী শিখায়
এ হৃদয়-মন ?—পুড়ে যাবে খাদ ?

স্বচ্ছ সরল চোখ দিয়ে কবে দেখ্‌ব
মানুষের মনে রং বেরংএর চলচ্চিত্র, শুন্‌ব
সংহত ঘন প্রশান্ত সংগীত
প্রতি পদার্থে উদ্‌গত যত জীবনের ইংগিত ?

www.pathagar.com

বনি আদম

এক

হে বনি আদম
আমরা ভাসন্ত চন্দ্র পৃথিবীর বুকে
ক্রমশঃ বর্ধন আর ক্রমশঃ বিক্ষয়
শূন্যময় আমাদের গোধূলি-জীবন ।
দেখেছি নিয়ত
বর্ণালী সম্ভারময় দিনের প্রাসাদ
ভেঙেছে রাত্রির দুস্য যাদুকরী কাঠির ছোঁয়ায়
দেখেছি প্রত্যহ
মনির শামীরা নিত্য ভুলে যায় জীবনের স্বাদ
যখন অকাল ব্যাধি করে তোলে সীসক গোলক
হাসিনা বানুর যত দীর্ঘায়ত হরিণীর চোখ।

পলাতকা এই মনে তাই
আজাদ বক্তের সাধ জেগেছে কখনো
অমরত্ব খুঁজেছি সন্তানে
অথবা হাতেম-সংগী কোহে নেদা গুহার সন্ধানে
জীবন-মৃত্যুর অর্থ ভেবেছি কতনা ।

মনের প্রাংগনে কভু
অশরীরি মশালের অগ্নিমন্ত নৃত্যের সজ্জায়

অথবা কোকিল ডাকা মধ্যরাত্র মূর্ছনায়
পেয়েছি আভাস
কালাতীত জীবনের প্রভাতী বিভাস।
তবুও আবার
ভগ্নপক্ষ এই মন, হৃতশক্তি, কালের সীমায় ।
পৃথিবী আবার ।
পুরাতন তিক্ত সূর্য ।
কদর্য আঁধার ॥

www.pathagar.com

তবু স্থান কালে বন্দী,
ভালবাসি এই পৃথিবীরে
ভালবাসি আমি এই দিনের বিভ্রম আর রাত্রির বঞ্চনা
হে অতীত, হে প্রশান্ত দুরন্ত অতীত
অজান্তে নাড়ীর প্রান্তে
বন্দী আমি তব ছলনায় ॥

দুই

হে শ্যামাংগী, ধূসরাংগী পৃথিবী
প্রেম আর বিরোধের দ্বন্দ্বে ছন্দিত পৃথিবী
আকাশ ও মাটির প্রণয়ে উদ্বুদ্ধ পৃথিবী
সিংহ ও মেষের দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ পৃথিবী
হে আমার প্রচণ্ড সুন্দর
অচলাবরুদ্ধ ঘন আবদ্ধ পৃথিবী

তোমারি মৃত্তিকা কণা মূর্ত, আনন্দিত
মেদে, মাংসে, মজ্জায়, সজ্জায় ;
জীবন মৃত্যুর নাট্যে নৃত্যলোল তোমারি প্রকৃতি
নূপুর বাজিয়ে চলে আমার শিরায় ।
তাইতো প্রণয়বদ্ধ । সুন্দর ! সুন্দর !
আদিগন্ত প্রসারিত সমুদ্র বিন্যাস
চক্ষুর পল্লব সম কোমল কম্পিত তৃণে তারুণ্য উচ্ছ্বাস
ঘুঘু ডাকে । ডুব্ । ডুব্ । মন ডুবে যায়
অতলান্ত অন্ধকার আবর্তিত সমুদ্র তলায়
মনে হয়
এ প্রেম বেদনালব্ধ, মৃত সঞ্জীবণী,
প্রিয়া ও আমাতে আর
সূর্য-চন্দ্র গ্রহ-তারা মাটির ধরাতে
জ্বালিয়েছে দীপ্তিমন্ত, প্রাণবন্ত জীবনের শিখা
বেঁধে দিল
এক প্রাণে, এক মনে, এক দেহে
সমবেদনায়
স্বতঃস্ফূর্ত অতনু মায়ায় ॥

www.pathagar.com

তবু দেখি
মৃত্যুর নর্তকী নাচে তোমাতে আমাতে
সিংহের বলিষ্ঠপেশী নৃত্যলোল তারি ছন্দে লয়ে
তারি তালে উল্লসিত দুই চোখে মরণ-আগুন
দন্ত ও নখরে ছিন্ন হরিণের চিত্রিত শরীর
জীবন রক্ষিত ।
আমিও জীবিত—
বর্বর জীবন ভুক্—
পাকা ফসলের আর তাজা হরিণের
সরল জীবন ছিঁড়ি, জীবন বিলাই
আমার পেশীর ছন্দে,
রক্তের আনন্দ-নাচা দেহে ॥

প্রেম আর বিরোধের ছন্দে ছন্দিত গোলক ধাঁধায়
আমার কয়েদী মন
ডানা ঝাপটায় ॥

তিন

গোলক ধাঁধার পথে রাত্রিদিন ধাবমান আমি
ধাবমান ঘূর্ণমান রাত্রিদিন
রাত্রি আর দিন ।

জরায় অজড় দেহ আদিম অচল
আদিম অদিতিমুখে শ্লেষময় ছল
চন্দ্রকান্ত অন্ধকারে গগন সীমায়
তারার জোনাকী চোখ চুপি চুপি কথা বলে যায় ।
ক্রন্দসী রোদনরত, বেদনাবিধুর,
বিনিদ্র ইচ্ছাসময় । হৃদয় বধির ।
বিরহ, বিচ্ছেদ, মৃত্যু—জানিনা সে কিসের রোদন !
শুধুমাত্র অফুটন্ত, বেদনার্ত, সুদীর্ঘ নিশ্বাস
বুলায় হৃদয়-নীরে উদাসিনী বেদনা আভাস
হৃদয়ের তীরে তীরে ভেসে আসে বিরহিনী স্বরঃ

www.pathagar.com

"লায়লী, লায়লী", "হায়, হাসীন ইউসুফ" ॥

বজ্রের গর্জন শুনি আকাশের ফাটলে ফাটলে ।
গর্বিত আগ্নেয় জিহ্বা ছোবলে ছোবল ।
রক্তজবা—আকশের সুনীল কমল ।

শহরে বন্দরে শুধু আগুনের হাতেমী দিদার,
ট্রয়ের চূড়ায় জোড়া শিখানৃত্যে মৃত্যুবিহার,
বাগদাদে গম্বুজ ফাটা সশব্দ কল্লোল,
বোমায় বিধ্বস্ত বক্ষ লণ্ডনের ঘন ডামাডোল,
মাদ্রিদ, বার্লিন, আর মরু লিবিয়ায়
বিরোধী আগ্নেয় বায়ু
ক্ষণে ক্ষণে হেঁকে হেঁকে যায় ॥

চার

এ ঘূর্ণিত যন্ত্রচলা সংবরিত হবে কি কখনো ?
সবুজাক্ষ বিরোধের চক্ষু-অগ্নি নিভিবে কখনো ?
রুদ্ধদ্বার কারাগার মুক্ত হবে, কখনো ? কখনো ?

রাত্রিদিন বন্দী শুধু স্বরচিত জিন্দানখানায়
জন্ম ও বাঁচার জালে অনলংঘ মৃত্যুর ছায়ায় ।
আবদ্ধ নিরুক্ত ঘরে তবু আশা নীরব কৃপায়
জাগায় কল্পনালোক, গোপনে মিলায় ॥

অন্ধকারে সিকন্দর আবেহায়াতের ব্যর্থ সন্ধানে ব্যাকুল
সন্তান, সম্মানে পাওয়া পোতাশ্রয়ে আমিও তো নামানো মাস্তুল
তাইতো জন্মের গান, বিয়ের সানাই আর মৃত্যুর মাতমে
আবদ্ধ গবাক্ষ ভুলি, ভুলে থাকি বিলুপ্ত শরমে
জানালায় কচি কচি আলো-করাঘাত
মুক্তাংগনে আলোর প্রপাত ॥

কায়কাউসের মত লুব্ধ, মত্ত খুঁজেছি নিয়ত আমি মাজেনদারান
হৃদয় প্রান্তরে নিত্য বিদ্যুৎ চকিত কণ্ঠ ঃ "দেখ, দেখ, আসন্ন ময়দান"

www.pathagar.com

অনর্থ উল্লাসে কেউ অসংযত সংগীত শুনায়
"গৌরব... সম্মান... প্রেম"— দোজখের দৈত্য দেখা যায় ।

মায়াবিনী মরীচিকা তৃষাতপ্ত দগ্ধপ্রাণে এনেছে আবেশ
প্রভাতী আলোতে আমি— হাল ভেঙ্গে দরিয়ায় ঘুরেছি অশেষ ॥
হে খেজের, বলো, বলো— পার হয়ে জুলমৎঘেরা
আলোয়ার আলো নাচা পিচ্ছিল রাত

পার হয়ে মরীচিকা মাজেন্দারান
পার হয়ে বদ্ধ ঘরে আঁধার প্রপাত
এ ব্যর্থ পোতাশ্রয় পার হয়ে কবে কোন্‌দিন
কখন হৃদয় হবে দীপ্ত অনুরাগে
দিগন্ত সন্ধানী পোতে আলোর সংগিন ?

তোমার চোখের আলো সমুদ্র গভীর
অতীতের তারা ভরা মহার্ঘ মঞ্জুষা খোল
তোমার তো পথচলা— স্বচ্ছন্দ সতেজ গতি-তীর
সাম্‌নে অজানা মাঠে এবারে মশাল তুমি জ্বালো
হে খেজের, বলো, তুমি বলো ।

পাঁচ

"হে শিশুর দল—
অযাচিত ঘরে ঘরে একই ছবি দেখেছি
অযাচিত একই ছবি— একই মৃত্যু নীলঃ
সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে দাঁড়ান দেখেছি
জ্বলন্ত অংগার-চোখে পাপের মিছিলঃ

আত্মপূজারত নারী বিবসনা চোখে
গর্বের প্রশস্তি গায়, আগ্নেয় হাসিতে
জ্বালায় পুরুষ-মন; মারমুখি রোখে
স্বেচ্ছায় লোলুপ দাস ঝুলেছে ফাঁসিতে ।

তীরের স্বচ্ছন্দ-গতি— হেলেনের অবিনীত রূপ ;
ইউলিসিস্ পথ-হারা তবু তো জ্বলেছে ট্রয়ে চিতা ;

মজ্‌নুন্ কয়েসের অনর্থ উল্লাস ;
প্রণয়ের বহ্নি রচে চিরঞ্জীব সতর্ক সবিতা ॥"
—মুক্তি, মুক্তি পথ বলো—

www.pathagar.com

ছয়

"এ বিরোধ ত্যাগ করে যদি তুমি ঊর্ধ্বে যেতে চাও,
গলিত, ধাবিত হিমাদ্রির প্রাবল্য সঞ্চারে
অন্তরাত্মা সঞ্চালিত করে দিতে চাও,
অনাদ্যন্ত এ বন্দীত্ব যদি তুমি ভেঙে দিতে চাও,
মুক্তিপ্রিয় কোকিলের মুক্তকণ্ঠ সংগীতের মূর্ছনায়
দ্বন্দ্বগ্রস্ত দুনিয়ারে ত্যাগ করে ঊর্ধ্বে যেতে চাও
অন্বেষিত হোক্ তবে আকসিম্নক সে মুহূর্তগুলি
যে মুহূর্তে চক্ষু হতে জাগরণ ঠুলি
খসে পড়ে বিচ্যুত সন্ধ্যায়
যে মুহূর্তে বর্তমান নীল নীলিমায়
অতীতের তারা আর ভবিষ্যৎ সূর্যের মহিমা
প্রজ্বলিত একই দীপ্ত আকাশের গায়
যখন সংগীত কর্ণে আঘাত করেনা
প্রতি লোককূপে শুধু গুঞ্জরিত সুরের মন্ত্রণা
চন্দ্রমা-নিথর চক্ষু— রাত্রিকে দেখেছ
ছায়াচ্ছন্ন বক্ষ— শান্ত, নিস্পন্দ, নির্বাক
ঘুঘু ডাকে দেহমনে সামুদ্রিক গূঢ়তা পেয়েছ
অন্ধকার মধ্যরাত্রে রক্তে রক্তে কোকিলের ডাক ।

এসব ইংগিত শুধু শুধুই ইংগিত
মনের মুকুরে ধরা মূর্ত প্রতিচ্ছবি
ইন্দ্রিয় অতীত কর্ণে অস্ফুট সংগীত
নদীর আর্শিতে ধরা গোধূলির রবি,
বাকী শুধু করজোড়ঃ বিনত মস্তক—
সেজ্‌দায় বিছিয়ে যাওয়া ফুলের স্তবক ।
এ ইংগিত, প্রতিচ্ছবি রহিমের দয়ালু ফর্‌মান্
কর্ণই গ্রাহক মাত্র যা বলে জবান ।

সে ইংগিতে মনে জাগে বাঁশীর বিরহ
বিচ্ছেদ লাঞ্ছিত মনে খুনের প্রবাহ
সে ইংগিতে সোনারুর ফুল্লরূপ কালিতে মলিন
বাঁদীর হৃদয় ফের্ বাদ্‌শার প্রণয়ে রঙিন্
সে ইংগিতে মুক্তিপ্রিয় আত্মার কূজন
ভিন্ন করে দ্বন্দ্বরাঙা আকাশের তরংগ-গর্জন
সাহসিক সাঁতারুর আনন্দ-পৌরুষে

www.pathagar.com

বিস্তারিত ডানা মেলে মুক্ত আত্মা খুশীর জৌলুষে
তখনই,
যদিও আমি তুচ্ছ এক মুষ্টি-ভরা খাক্
বাদ্‌শার প্রণয়-গর্বে ভিন্ন করি শির তুলে নীল আফ্‌লাক্ ॥"

www.pathagar.com

বিচার

মধ্যরাত্রে মনে হল বিচারের লগ্ন সমাগত ।
সুষুপ্ত নাজিমাবাদ ভুলে গেছে দিনের কল্লোল
নাগরিক সভ্যতার যান্ত্রিক চীৎকার । শুধুমাত্র
জেগে আছে জন্তিগাছে বায়বীয় সুতীব্র নিঃস্বন ।
চোখ খুলে গেল । জানালার মুক্ত পথে অসবর্ণ
আকাশের ফালি তারার চুম্‌কি পরা । স্বপ্নসিক্ত
ব্যাক্যাবীত অন্ধ নীরবতা আরো অন্ধ স্বপ্নময়
হয়ে এল যেন যখন সুদূর হতে ভেসে এল কানে
উটের গলার ঘন্টা, দীর্ঘরংগে মংগোপীর পার
হয়ে এল জলতরংগের সুরে— উদাত্ত, গম্ভীর ।
বন্ধ্যা সিন্ধু-মরুভূমি পার হয়ে কাফেলার গতি
হয়তবা কোয়েটার পথে অথবা উত্তরাঞ্চলে
অথবা যেখানে ক্রমশীর্ণ সিন্ধুনদী শতাব্দীর
জীবনে এনেছে শষ্য শ্যামলিমা, প্রাণের স্বাক্ষর ॥

উত্তরতিরিশ আমি, জীবনের মধ্যাহ্ন অন্তিম ।
মনে হল আমারো কাফেলা যাত্রা তার বহুপূর্বে
শুরু করেছিল ধলেশ্বরী পাড়ে । আজ সন্ধিক্ষণে
বিচার্য—গন্তব্যগতি; বিচার্য—সংবর্ত অতিক্রান্ত
কিনা ? পেয়েছি সন্ধান তার যার জন্য বিসর্জিত

দৈহিক প্রয়াস আর মানসিক যত অভিলাষ ?
সমর্পিত তনু অনু পরমাণু যার বৈজ্ঞানিক
মতে কম্পমান সৌরলোক ? বিশ্বের ঘূর্ণিত ছবি,
জন্মবৃদ্ধি মৃত্যুময় যৌবনের আহ্বান আলোক
মনের মিহির রচে । স্মৃতির মন্থনে চিনি আপ্ত-
ব্যক্তিটিরে; বিস্মৃতির অন্ধতলে আত্মলুপ্ত থাকে ।
তাইত বিচার্য— সেই স্মৃতির সম্ভারে কোন্ সত্য
অমরার উদ্‌ঘাটিত দেখি ? এ দেহে মৃত্যুর দূত
প্রতিদিন বোবা ইশারায় ডেকে ডেকে চলে যায়
শুনি । সময়ের সংকীর্ণ-পরিধি-রুদ্ধ জীবনের
কোন্ মূল্য সন্ধান পেয়েছি অধুনা, অতীত আর
ভবিষ্যৎ যার কাছে ভ্রমান্ধ বিলাস ? ছিন্নকন্থা

www.pathagar.com

দেহ যার নতুন যৌবনতৃপ্ত জান্নাতী লেবাসে
পরিণত ? বিচার্য— ভ্রমের মূল্য, আর মূল্য যত
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের, সভ্যতার যার নিয়ামক
কিঞ্চিৎ আমিও ।
তাইতো আহ্বান করি অতীতের
বিবিধ আত্মারে, নিজেরি বিচিত্র রূপ, কর্মভার ।

প্রথমে আহ্বান করি আত্মভোলা সরল শিশুরেঃ
কল্পনাবিলাসী । নিত্য ভ্রাম্যমান ইস্কুল প্রাংগনে—
সংগীহীন । সংগী তার অন্তরের অনন্য নায়ক
হাতেমী দাক্ষিণ্য আর রুস্তমী শক্তির অধিকারী ।
শরিকি আমোদ ভোগ করেনি সে নায়কেরে নিয়ে

অন্যান্য শিশুর সংগে। তৃপ্তদৃষ্টি সন্ধান পেয়েছে
অন্তরের অন্তরীক্ষে নির্বিকল্প সত্যলোক । তবু
তার যৌবনের উদ্‌ভিন্ন আকাশে এ কল্পনা শুধু
বৈদ্যুতিক ক্ষণিক বিলাস মনে হল । ইচ্ছা হল
এর সত্য প্রস্ফুটিত হোক জীবনের কঠিন প্রান্তরে ।
সরল শিশুর অন্তে বিকশিত আশান্ধ যুবক ॥

এখন আহ্বান করি প্রাণবন্ত নবীন যুবারে ।
আড়িয়ল বিলের বিস্তার আর ধলেশ্বরী পাড়
তার জীবনের কল্পবস্তু শুধু, রক্তে তার স্রোতধারা
হয়তোবা জাগায় উচ্ছ্বাস, ক্ষণকাল ফিরে পায়
হাজারো নৌকার পালে বায়ুর বিক্ষোভ । জীবনের
গুণ টেনে অন্যপথে ভেসেছে এবার । ভুলে গেছে

একদিন উঠানে ধূলার রাজ্যে বাদশাহী সার
ছিল শুধু, সে ছিল সযত্ন সিঞ্চিত শিউলি । হাতেমের
কাহিনীতে পরিতৃপ্তি অসম্পূর্ণ, তাই টলস্টয়,
রবীন্দ্র-শরৎ আর অন্যদিকে অবনীন্দ্র বতিচেলি-
দাভিঞ্চির বৈচিত্র সন্ধানী । কখনোবা চোখে ভাসে
শিখরিদশনা তন্বী, একবেণী, বিরহ কাতর মাহে—
বিদ্যাপতি, কালিদাস মিলে যায় একক বিরহে;
তারি স্রোতে ভেসে আসে হাফিজের অতৃপ্তি-বেদনা
সমরকন্দ্ বোখারার ঐশ্বর্য-সম্ভার যত তুচ্ছ

www.pathagar.com

যার কাছে । কাল্পনিক নায়কত্ব বন্ধ্যাতুর । যৌব-
রাজ্যে নিজেই নায়ক সাজে । একদিন কোন্ গুপ্ত-
পথে প্রেম এল অলক্ষিতে, আচম্বিতে সর্বগ্রাসী

কম্পনের বিচিত্র প্রকোপে ভেঙেচুরে হৃদয়ের
ভূমি । উৎসারিত সহস্র ফাটলে আগ্নেয়াদ্রি ধূম
আর বিস্ফারিত শিখা । ভীত মন প্রাণ। মক্ষিকার
মত ত্যাগের প্রয়াস যতবার, ততবার জালে
নতুন বন্ধনে বন্দী, তত তীব্র বৈশাখী মাতন।
তবু প্রেম অযাচিত, অনাকাংখ দৈবদান যেনঃ
সংক্রামী বিসময়ে মনে প্রাণে শুনেছে ফাল্গুনী গান;
অকৃপণ মলয়ের স্রোতের প্রস্ফুটন্ত দেখেছে বকুল-
চামেলী-চম্পক-যূঁথী । একদিকে জ্বলেছে অন্তরে
নিষ্ঠুর সত্যের রশ্মিঃ ভংগুর জীবন, বিপর্যস্ত
প্রেম হয়তবা বিদ্যুৎবিলাস, বাসনার অন্তে
শুধু বিধ্বস্ত সমাধি; তবু অন্যদিকে পদপ্রান্তে
প্রেয়সীর সর্ব অংগীকার রোজার অন্তিমে যেন
ঈদের আকাশে সান্ধ্যচন্দ্রোদয়, ভারবাহী
মহাজনী তরী দ্রব্যভার ফেলে দিয়ে ঝঞ্ঝা বায়ে
উন্মার্গবিচারি । পর্যুদস্ত নায়কের মন । বাহু
তার আলিংগণকামী, অন্তর বিদ্রোহী । সংযমের
অসংখ্য সাধনা যেন ছিন্নভিন্ন হবে ! ছিন্নমূল
যেন শিরঃশিরা ! মংগল কোথায় ? মংগলামংগল
চিন্তা তিরোহিত হল ক্রমে ক্রমশঃ বর্ধিষ্ণু বেগ
প্রাণের বন্যার । বিবাহের রীতি দিল প্রশান্তি প্রলেপ।।
এবারে আহ্বান করি সাংসারিক প্রৌঢ় ব্যক্তিটিরে
উত্তর-তিরিশে যার ভারাক্রান্ত মন মুক্তিকামী ।
সর্বনষ্ট পৃথিবীতে মৃত্যুই নিশ্চিত জানে । বিশ্ব-
লুপ্তি কেয়ামতে— তাতে সে বিশ্বাসী । প্রেয়সীর
স্বপ্নপ্রসূ প্রগাঢ় চুম্বন সর্বলোক বিজয় প্রেরণা
ঘোষণা করেনা আর ঃ জোয়ার ভাঁটার খেলা চলে
প্রাণের পল্‌লে । সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞান প্রেয়সীরে
গৃহিনী করেছে কখনো বিরস, তিক্ত, কখনোবা
ধান্যভার বিনম্র সরস। অকসমাৎ তবু মনে
হয় হাত রিক্ত মনপ্রাণ উপহাস্য মরুভূমি,
ফণি-মনসার রাজ্য । সুষ্ঠু অভিনয়ে যেন ভুলে

www.pathagar.com

গেছে এই বালাখানা ক্ষণিক সরাইখানা শুধু ।
তবু এর ক্লীবত্ব, ক্লিন্নতা, চতুর্দিকে নিপীড়িত
জীবনের নেতি ইতিবৃত্ত করেছে রচনা উঞ্ছ-বৃত্তি-
প্রপীড়িত একচক্ষু ক্রূর মানসের । মুজাহিদ্-মন
তার মীরজাফর মীরণের ধ্বংস প্রচেষ্টায় ব্যর্থ-
পরাহত । পরাভূত সত্বার দুয়ারে বিপ্লবের
লাল ঝাণ্ডা কখনো উড়েছে । পরক্ষণে বুঝে গেছে
নাস্তিকতা বিজিতের ধর্ম, দুর্বলের আত্মতৃপ্তি;
সৃষ্টির বিরুদ্ধ বস্তু। সৃজনের তমোঘ নিয়মে
পরিপূর্ণ বিনাশেই প্রেম; ট্রয়ের ধ্বংসের রূপে
হোমারের কাব্য উজ্জীবিত; কয়লার কালিমা কেটে
হীরকের দ্যুতি আবিষ্কৃত । আস্তিক্য অনেক গূঢ়,
আত্মপ্রতিষ্ঠার বলদৃপ্ত প্রেরণার প্রয়োজন তাতে ।
তাইতো প্রলুব্ধ মন খুঁজে ফেরে প্রেরণার নতুন কওসর্,
যেখানে হাতেমী দিলে স্বার্থক্লেদ জড়িত হবে না,
রুস্তমী মহাত্ম্যে ফের্ ভেঙে যাবে দৈত্যদের যাদু,
মুক্তি পাবে বন্দী কায়কাউস মাজেনদারান-লোভী ॥
মধ্যরাত্রে মনে হল ত্যাজ্য নয় কোন অভিজ্ঞান
অভিজ্ঞতা পথে লব্ধ । যদিও আবৃত আজো অন্ধ
মেঘে বিধাতার উজ্জ্বল চেহারা তবু নই মিথ্যা
মোহে নিরুদ্বেগ নির্বিকার প্রাণ। স্থবির স্থিতিতে
নই নিরুত্তর নিরালোকে । সময়ের অন্ত পাব,
আরো পাব অজেয় বিচারে অবিনাশী জীবনান্তে
বসন্তের চিরন্তন উদগম সন্ধান । প্রেম, স্নেহ,
সৃজন-বেদনা-দাহ, আঘাতের চেতনা দাক্ষিণ্য
উপযুক্ত করেছে আমারে জিঘাংসার প্রতিরোধে—
বিলুপ্ত কুমারী স্বপ্ন, কারুণ্যের অযথা নবনী ।
নিরপেক্ষ কালবেগে নায়কের নবজন্মলাভ
মৃত্যুপারে—স্মৃতির মিহির শোভা পরিণত হবে
নবীন সত্বায় ।
দূর হতে অতি দূরে প্রবাহিত
ঘণ্টাধ্বনি শুনি ক্রমক্ষীয়মান; পর্যঙ্কে প্রেয়সী-
মুখে চাঁদের সৌষ্ঠব কারুকার্য আঁকে; আজানের
সুগম্ভীর বেলালী আহ্বান এল তের শতাব্দীর
মিনারের চূড়াপথ বেয়ে, প্রাণের বিপ্লব শান্ত,
ক্লৈব্যেরে ধিক্কার দিয়ে ঊষাপথে জাগাল চেতনা ॥

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রেমের কবিতা
ইভানকে ক্লেয়ার গল
অনুবাদ
১৯৬০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

সুমধুর স্রোতোধারা গুলোর গতিলক্ষ্য তুমি
মেঘের দল নতজানু নিত্য তোমার কাছে
তোমারই খোঁজে নদীর দল বেগবতী হয় পৃথিবীর সর্বত্র
তোমাকেই ভাল করে দেখবার জন্য
ফোয়ারার দল পদাংগুষ্ঠে ভর করে উন্নত হয়
সব ভাষায় নদীর কল্লোল তোমারই গানের কলি গুন্‌গুনিয়ে গায়
তোমারই পুষ্টির জন্য দীঘিরা নিত্য নতুন মৎস সৃজন করে
হ্রদের বুকতো শুধু তোমারই স্বপ্নের দর্পন-ভাঙা প্রতিবিম্ব
আমারো হৃদয় থেকে উৎসারিত এক উষ্ণ প্রস্রবণ
ট্রোজান স্তম্ভের চেয়েও সোন্নত তার মস্তক

২

হে আমার হেলান মিনার
তারাদের ভার বয়ে বয়ে তুমি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত
তোমার মহার্ঘ অস্থির সংগঠন আমার দিকে নত কর
হে আমার হেলান মিনার
তবু তুমি আমার থেকে বহু উর্ধে
আমার ক্ষুদ্র প্রেমকে বলিষ্ঠ হতে দাও
আর হাজারো আইভির ডগা দিয়ে
হাজারো লৌহবাহু আর উদাত্ত শিকড় দিয়ে
তোমার দেহকে রক্ষা কর যেন তুমি চিরদিন স্থির দাঁড়ানো থাকো
আর সবার আগে সূর্যের আগমন
বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করতে পার

৩

তোমার গোলাপের আলাপে আমি কেঁদেছি
তাদের রক্তের ঔদ্ধত্য, তাদের খুনিয়ারা কান্না
তোমার স্বরশোভাকে আরো ফ্যাকাশে করেছে

তোমার শ্বেতগণ্ড দেখে
নিজের রক্ত গণ্ডের প্রতি ঘৃণা জন্মেছে

ইচ্ছা করে যদি আমার প্রবাল মুখ দিয়ে
তোমার মলিন ঠোঁটকে আমি রাঙাতে পারতাম

www.pathagar.com

আর আমার রক্তের উজ্জ্বল রক্তিমাভা দিয়ে
তোমার শিরার শ্লথগতিকে উত্তেজিত করতে পারতাম
আমার হৃদয়ের সিঁদুর দিয়ে
কেন আমি আজ তোমার ফ্যাকাশে হৃদয়কে রক্তিম করতে পারিনা ?

৪

উপত্যকাবিহীন লিলি
তোমার ফ্যাকাশে রং আমাকে সন্ত্রস্ত করে

আমার সমস্ত শিকড় নিয়ে
পুনরায় প্রস্ফুটিত হও

আমাদের বিশিনঋতুর ভীতির বিরুদ্ধে
আমি নিত্য যুদ্ধরত

দুজনে একত্র পরপার সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম
সে কথা ভুলোনা

আমার আত্মা থেকে তোমার আত্মা ছিনিয়ে নেবে
কোনো হেইডেসেরই সেই শক্তি নেই

এবার আর ইউরিডাইসি বিভ্রান্ত হবেনা
অর্‌ফিয়াস্‌ তাকে ত্যাগ করে পলায়নে অক্ষম হবে

৫

বরফের বুকে পাখীদের
তারাচিহ্নের মত
কোমল তুমি

এলোমেলো চুল
পর্বতগাত্রী পাইনের মত
করুণ তুমি

ইঞ্জিলের ডুমুর গাছের
ডুমুরের মত
মধুর তুমি

www.pathagar.com

গির্জার আর ঝঞ্ঝার চেয়ে
বলিষ্ঠ তুমি

৬

শয়ন কর হে আমার কোমল প্রভু শয়ন কর
বিশ্রাম কর হে আমার মধুর যোদ্ধা আমার চুলের উইলোশাখার নীচে
এ জামানার তুষার ঝড় থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করব
আরো করব তোমার অন্তর্লীন ঝঞ্ঝাবাত্যা থেকে

তোমার বোঝা বইবার জন্য আমার বাহু গ্রহণ কর
তোমার দৌত্যকার্যে আমার পদযুগল সঞ্চরমান কর
তোমার আমার নিশ্বাসবায়ু দিয়ে পূর্ণপ্রাণ করব
আমাদের প্রণয়ের তারকারাজ্য

ঘুমাও ! হে আমার যুগযুগধাবিত অস্থির পদচারী
তোমার জন্য আমার এ দেহ এমন আবরণ হোক্
যা অতিক্রম করার সাধ্য কারোই কখনো না হয়ঃ এমনকি মৃত্যুরও
না

৭

আখেরী বিচারকে এড়াবার জন্য
ঠাণ্ডাচোখ পুকুরের আয়নায় আমি
ঝাঁপিয়ে পড়ি

আমাদের বিরাট প্রণয় নগরে যত শড়ক রয়েছে
শিগ্‌গিরই আমার মুখ ততগুলো বলী রেখায়
কুঞ্চিত হবে

এখনই আমি পাকাচুল তুলছি
পাখীরা সেগুলো নিয়ে তাদের
বাসা বুনবে

তোমার চোখের গভীরতায় চোখ রেখে
আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে

www.pathagar.com

৮

দশটি বছর ধরে তুমি আমায় ভালবেসেছ
দশটি বছর দশটি মিনিটের মত কেটেছে
এখনো মনে হয় তোমাকে এই প্রথম দেখলাম
তোমার পকেট সাইক্লোমেনে ভরা
ভবিষ্য-অশ্রু উদ্‌গত তোমার চশ্‌মার কাচের পিছনে—
শার্সির পিছনে হীরকখণ্ডের মত—
তোমার বুকে একটি চাতক
এবং তোমার ভীরু হাতপোষের নীচে
আমার জীবন-ভরা আদর

দশ দশটি বছর ধরে তুমি আমায় ভালবেসেছ
অথচ আমার হাতঘড়িতে সময় রুদ্ধশ্বাস ছিল

৯

তোমার অদৃশ্য বীণায় তুমি আমার নামের সংগীত গাইতে
প্রদোষ-নিস্তব্ধ দুটি বাগিচার মত আমরা স্তব্ধ রইতাম
আর আমাদের রক্তোৎসের কল্লোল শুন্‌তাম

প্রার্থনায় আমাদের হস্তযুগল পূর্ণ রইত
আর রইত প্রেম ও পৃথিবীর পুষ্পে পুষ্পে

নত্‌রদামের উন্মুক্ত দুয়ারের মত
আমাদের হৃদয় রক্তরাঙা ও উন্মুক্ত ছিল

১০

যে মুহূর্তে আমি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হই
সূর্য্য ছায়াচ্ছন্ন হয়
আমার সবুজ চোখ থেকে বহু নীলনদী প্রবাহিত হয়
আমার পথ কন্টকাস্তীর্ণ হয়
রৌপ্যরজ্জুর মত বৃষ্টির ধারাগুলো
আমার আত্মাকে বন্দী করে
আহ্ যদি আমি তোমার চোখের কিনারায় আশ্রয় পেতাম
তোমার ককেসাস্ ললাটের নীচে
অথবা তোমার চুলের কোক্‌ড়ানো ঝোপের নীচে
ভুরুর অন্তরালে

www.pathagar.com

লুক্কায়িত রয়েছে দুটি পার্বত্যহ্রদ

পৃথিবীর শেষ কোকিল
আমার হৃদয়ে ক্রন্দনরত

১১

হে আমার সামারিতান, তুমি কেন এসে
আমার প্রণয় পীড়িত হৃদয়ে
ভক্তি-সংগীতের শান্তি দাও না ?

রাত্রি আমাকে জীবন্ত কবর দেয়
আরো গহন রাত্রির বোঝা
কৃষ্ণ শকট থেকে অবনমিত হয়

হে আমার ধূমকেতু, কেন তুমি আবির্ভূত হওনা
শনিচক্র আমার হৃদয় ঘিরেছে
আর এই অতিকায় ক্রন্দন ধ্বনি ধারণ করার জন্য
আমার এ মুখ অত্যন্ত ক্ষুদ্র

হয়তো কন্টকঝোপ জ্বলে উঠে
তোমাকে বন্দী করেছে
হয়তো তুমি বুল্‌বুলিদের আজ নতুন গান শিখিয়ে চলেছ
হে পক্ষীকুলাশ্রয়

১২

আজ আমার নিকটেই থাকো
আমার ভয় হচ্ছে নয়তো তোমার ব্যাগভর্তি দুষ্প্রাপ্য গোলাপ সম্ভার
চুরি হবে
দুই শোকসংগীতের প্রভাবে শুষ্কতা প্রাপ্ত
তোমার পকেটগুলি বুল্‌বুলি এবং
ফেরেশ্‌তা পাখায় পূর্ণ, স্ফীত

আমার নিকটে থেকো
আর তোমার হাতের তালুতে
কালের অস্পষ্ট আঁচড়ের

www.pathagar.com

যে তোমাকে তারাদের গোপন আক্রমণ-পথে
ভুলিয়ে নিয়েছে
পাঠোদ্ধার করতে সাহায্য কর

আমাকে ত্যাগ করে যেও না
দেবতারা হয়তো আমাদের প্রণয় দেখে ঈর্ষিত

১৩

হে আমার হৃদয় বনের রাজব্যাঘ্র
আমাকে সহস্র খণ্ডে ছিন্নভিন্ন কর
আমার হাসিকে তুমি বিকলাংগ কর
আমার মুখের তুলনায় বহু বৃহদাকারের চীৎকার
তুমি এ মুখ থেকে নির্গত করাও

আমার গোলাবী চুলের বদলে
বেদনার শ্বেতশন্ সেখানে রোপন কর

অযথা অপেক্ষায় আমার পদযুগল বুড়িয়ে যাক্
আমার সমস্ত অশ্রু একদণ্ডে অপচিত হোক্
তোমার নখর চুম্বন করবো— এই-ই শুধু আমার আকাংখা

১৪

অনন্তকে পাবার লোভে আমাকে যখন তুমি ত্যাগ করে যাও
যে সমস্ত যানবাহন তোমাকে বহন কোরে ভবিষ্যতের অন্ধকারে নিয়ে যায়
তারা আমার ঈর্ষার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়
প্রতিটি মাইল জুড়ে গাঢ় হতে গাঢ়তর হয় বিভীষিকা
আর তোমাকে আমি স্বর্গীয় রথের চক্রতলে
নিষ্পিষ্ট হতে দেখি

১৫

তোমার মস্তক তারাদের রাজ্যে গড়িয়ে চলে
আমার দরজার সামনে তোমার চোখ দুটি

বৃথাই আমি এই কলুশ-কঠিন শহরের
বিষাক্ত শব্দের বিরুদ্ধে তোমার কর্ণকে
রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছি
গীতহীন পাখি দিয়ে
ফুলহীন পাখি দিয়ে

www.pathagar.com

আঁসুহীন চোখ দিয়ে
গণিকা রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে
যা তোমার হস্ত মলিন করেছে

সমস্ত ড্রাগন থেকে কেন আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখ্‌তে পারি না
সমস্ত পাপসত্বেও অধিক পূণ্যবান হে আমার সন্ন্যাসী
ইমান্‌হীন গীর্জায়
রম্যমান উপাসকদের চেয়ে

১৬

যে রাজপথে উভয়ে কাল একত্র পায়চারী করেছি
তা আজ সিক্ত
আমার অশ্রুর বর্ষায় তা প্লাবিত হয়েছে

এ কোন ঋতু ?
আমার টুপীর গোড়ায় নকল ফুল ফুটন্ত
গ্যাসলাইটের আলোয় মুখে ফুটেছে হাজার রকম রেখা

আমার সংগে টহল দিচ্ছে ক্লান্ত একটি ঘোড়া
তার চোখে অনন্ত
তার শকট অন্যান্য যুগলকে স্বর্গে পৌছায়

তোমার ছায়ায় গমনপথ ধরে একা একা চলি
প্যারি-স্যাবার্ন রাস্তার বুকের উপর দিয়ে

১৭

হে আমার ঘুমন্ত শত্রু
কার উদ্দেশ্যে তোমার হৃদয় ছন্দ-নৃত্যে দোলায়িত
কার উদ্দেশ্যে এই মৃদু হাসির উদ্ভাস
যে হাসির জন্ম নিষিদ্ধ স্বপ্নে
অথবা জন্ম যার কোন পতিত দেবদূতের সংগে অভিসারে ?

তুমি কি সম্পূর্ণভাবে আমাকে পরিত্যাগ করেছ ?
আর যদি তোমাকে জাগিয়ে দিই
ঘুম থেকে এমন দৃষ্টি নিয়েই হয়তো জেগে উঠ্‌বে
মনে হবে দেয়ালে এসে বিঁধেছে বন্দুকের গুলি
আর তোমার ঠোঁট নড়বে প্রার্থনায় সেই অজানা দেবীর জন্য

www.pathagar.com

১৮

মাসের পর মাস সেইন্ নদীতে কেঁদেছি
যেন সে তোমার বাড়ী ভাসিয়ে দেয়

তার তীরের নুড়ি দিয়ে
তোমার শার্সির হাসি ভেঙে ফেল্‌তে চেষ্টা করি

তুমি যে পানি পান কর তা বিষাক্ত হবে
আমার চোখের পানির বিষে
যদি না আমি আমার গিল্টি করা যন্ত্র দিয়ে
তোমার গ্রাণাইট্ ললাটকে ভেঙে দিই
আর পপি দিয়ে তাকে সাজাই

তোমার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের আবরণ দিয়ে
আমার জন্য জামা তৈরী করবো

আর তোমার পাথুরে চোখের সাম্‌নে
এক পাশবিক নৃত্যে মত্ত হব

১৯

ঘুমুবো, শুধু মাটিতে ঘুমুবো
বৃষ্টিতে আমার বুক মুক্ত করে দেব
আর আমার চোখ বিলিয়ে দেব ছন্নছাড়া কাককে
এভাবেই এই প্রাচীন হৃদয়কে শান্ত করবো
হাজারো বছর পুরোনো ক্যানসারে ক্ষয়িত হৃদয়
আর যাকে ছিন্নভিন্ন করেছো তুমি
সবুজ টিয়ার লাল ঠোঁট থেকেও অধিক নির্মমতায়

ঘুমুবো, তোমার অসৎ চুম্বনের বদলে
আমার মুখে থাক্‌বে শামুকের পিচ্ছিলতা
আমার চুল জুড়ে কিল্‌বিল্ করবে গুটিপোকার দল
আগাছা আর কাঁটাঝোপের মধ্যে শয়ন
তাদেরকেই আমার সম্পূর্ণ আলিংগন দান করা

www.pathagar.com

২০

কেন আমি তোমার কোমল হাসি সঞ্চিত করিনি
আর আমাদের পথে পথে অনাথ ভায়োলেটদের উপর
তোমার ছায়ার আবরণ রক্ষা করিনি ?

কেন আমি তোমার মূল্যবান জহরত্-দৃষ্টিগুলিকে
জমিয়ে রাখিনিঃ স্বর্ণ ও মরকত-দৃষ্টিঃ ভবিষ্যদিনের
রূপকথার ভাণ্ডার
সেই দিনের যেদিন আমি স্নেহের অভাব ভোগ করবো ?

আমি তোমার সমস্ত আদর ব্যয় করে ফেলেছি
আমি তোমার পদচারণার রেকর্ড রাখিনি
শুধু একটুকু ক্ষুদ্র সঞ্চয় রয়েছে তোমার চুম্বনের
সঞ্চিত রয়েছে আমার বসন্ত বিন্যাসের মনিকোঠায়
তবু আজো সময় রয়েছে তোমার ছবি আঁকার
আমার হিম্-জমানো শার্সির গায়ে

২১

ছুটির প্রতীক্ষারত শিশুর মতন
আমাদের মৃত্যুর জন্য আমি প্রতীক্ষমা
আমাদের কবর হবে যুগল, জমজ
তোমার বর্ষাই হবে আমার বরিষণ
আমাদের বক্ষপঞ্জরের স্বর্ণ-কোঠায় রক্ষিত হৃদয়ে
একই মৃত্তিকা প্লাবিত হবে
একই হাসিতে উদ্ভাসিত হবে উভয়ের কঙ্কাল-করোটি
একাকী আর আমাকে
প্রভাতী-শব্দঝঙ্কার
আর পেচক-চীৎকার শুনতে হবে না

ছুটির প্রতীক্ষারত শিশুর মত
আমাদের মৃত্যুর জন্য আমি প্রতীক্ষমানা

২২

কিন্তু পৃথিবীর সকল গোলাপ
আমাদের প্রেম-স্বপ্ন ছন্দিত করে চল্‌বে

www.pathagar.com

মোম্‌গণ্ড কুমারী গোলাপ আর
রেখাঙ্কিত গ্রাম্য গোলাপ
কম্পিত অনাথ গোলাপ বাঁশের মাচায়
শারদীয় শালে ঢাকা প্রাচীন গোলাপ
অন্যান্য লোকের বন্য গোলাপ
দুর্গের বাসনাময়ী নারী
বঙ্গের রাজ-কন্যে গোলাপ আর
হাফিজ কন্যারা
ইস্‌টিশানের শানে বিক্রিত সস্তা গোলাপ

পৃথিবীর সমস্ত গোলাপ
অন্য কোন বাগিচায় আমাদের মত স্বপ্ন ছন্দিত করে

www.pathagar.com

বিসংগতি

১৯৭৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিসংগতি

লঞ্চের লাঞ্ছনা শেষ । মুক্তপ্রাণ ছন্দবিদ্ধ হাওয়া ;
নরম বিছানা মাটি সদ্য ভেজা বর্ষণ সরস ;
ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের মাঠে ভরামন আউষের সোনা ;
ছলছল নদীবেগ অস্পষ্ট অধরা তবু নাচে ।
সামনে সবুজ শাড়ী পাটক্ষেত ; ভাঙা মন জোড়া
তীক্ষ্ণ চিল ; বিরহ সমৃদ্ধি ঘন কুহু, কুহু, কুহু ;
ডাহুক্‌ও দরদী । তবুও অস্থির চিত্ত । মনোলীন
যদিওবা ধান্যগন্ধী দেহ, মৃত্যুলগ্নী মোহের মোক্ষনে
চিনেছিতো তারে । মানসী বাংলায় তবু ধানভানা
রূপসীর খোঁজ; যদিও নিখোঁজ ঃ চিত্ত অবিত্ত-কলহে
কথার তুবুড়ী বাজী ; বিসংগতিঃ ক্ষিপ্ত বল্লমের
ফলা, লাল মাটি কুকর লেহন—এইতো জীবন ।
ধার্মিক— মৃত্যুর অংকে অথবা বিদ্রোহী দেহ যে মুহূর্তে
শর্য্যায় পতিত ; নচেৎ মুন্সীর ভাত—যথেষ্ট তা
ধর্মের জোগান, মিথ্যার ভিয়ানে তাই পরিপক্ক
জিলিপির প্যাঁচ । নতুবা সম্মান ক্ষোভ, আদালত
এখনোতো আছে । তবুও ডাহুক ডাকে ভরাবুক
ডাক । ধানের মাড়াই সোনা । ফলন্ত গরুর খুর্‌ ।
তবুও অস্থির বুকে দুর্ভিক্ষের পেয়েছি নমুনা ।
ক্ষয়িষ্ণু জরতী প্রাণ, প্রকৃতিও তাই কি বেহুঁস।
অমোঘ বর্ষণে ডোবে অধমর্ণ অপটু আমন,
আবার খরার খুরে পরাজিত অজানা সময়ে
বসন্ত লালিত বুকে বর্ষণের বর্বর ধর্ষণ
প্লাবন প্রহার । বিযুক্ত চেতনা বুকে বিসংগতি
গতিচিত্র জ্বলে ঃ নিতল দীঘির পদ্মে বৃন্ত কাঁপে
হৃদয়ের ; প্রচ্ছন্ন খালের নীচে রহস্য বিলাসী
ভয় ; ধান্যতৃপ্ত মাঠের মন্দুরা । অন্তরীক্ষ ভরা
নদীর চাঞ্চল্যকলা ; ছায়া ঢাকা পুকুরের চোখ ;

ঝিঁঝিঁট সন্ধ্যার গান । ঝর্‌ঝর্‌ সোনা ধান । প্রাণ
বসন্ত-বর্ষণ-সংগী, বিনষ্টির অমরাতে মেনে নেয়
অনিত্য প্রবাস। যদিও সত্তার কাঁচে অভাঙার
চলচ্চিত্র চলে মৃত্যুও অন্তিম সেখা । এই সমৃতি—

www.pathagar.com

অমরত্বে এরই ভাঙ্গাগড়া । বিসংগতিঃ তবু তৃপ্ত
আসংগ সংগতি । লঞ্চের গুঞ্জন ক্ষান্ত, বহুদূরে
ধূম্র অবশেষ । মৃত্যুর মালঞ্চে চলিঃ দুই হাতে
সম্বৃত সম্ভার । চিকন আলের গলি— হাতছানি
নারিকেল বাহুঃ মানসী না পাই তবু— রূপসীতো
প্রাণের পল্বলে পথিপদ্মে যার রূপ উদ্ভাসিত দেখি।

www.pathagar.com

রূপ বাংলা

আলোচুপ। মেঘানিল । ভরাডুব দেশ।
বর্ষন কর্ষিত । পাটশাড়ী বেশ।
—বাংলা

থাড়াতাল প্রহরী
জামঘন কালোতল
ঝির্‌ঝিরে বাঁশবন
গোধূলি
ঝাউগান রাতদিন
ঝোপঘন বেষ্টন সন্ধ্যা
ডুব্ ডুব্ দ্বীপ দ্বীপ বন্ধ্যা
—বাংলা

এতগান যেন মনতান তারে সুর
ডাহুক ডুবুক দিনরাত বুক ভর্তি সুর
ঝাঁ ঝাঁ দুপুরেও সুরের নূপুর মাঠে
বন্দনা গান সন্ধ্যামুখর ঘাটে
ঝিঁঝি বনমনে দাদুরীও জপে বুকে
কোকিল হৃদয় কুহু-কম্পন-সুখে
দোয়েলের শিষে অনামা আশিষ ঝরে
জোনাকী সন্ধ্যা রূপসী লালিম ভোরে

ভরাগানমন
মেঘনীলদেশ
পাটশাড়ীসুর
বর্ষা

রূপবাংলার
আলোকলিকুল
মন ডুব্ ডুব্
বর্ষা

মেঘে রং । মনে রং । গলাডুব বাংলা
ধানখুসি গানখুসি অকারণ বাংলা
—বাংলা ।

www.pathagar.com

বর্ষণমুখর চিত্ত

বর্ষনমুখর চিত্তে শব্দের প্রপাত ; তবু বন্দী
বর্ণলুপ্ত মেঘাম্বর চূড়ে ; স্তব্ধ গতি ; প্রতি পত্রে
শুধু চাই শিরাস্নাতকারী আবিষ্ট মোক্ষণ;
যদিবা শৃগাল মন তারি ফলে নিশাঙ্ক স্বভাব
ভোলে, ভোলে তার শব লোভী কবর খনন;
ধ্যানস্থ বৃক্ষের মত উপলব্ধি আর প্রজনন
পূর্ণ করে কচ্ছপের খরগোস জয়ের অভাব ।

বৃষ্টির জোয়ার আর বৈপ্লবিক বজ্রের হুঙ্কারে
তবুও নৈকট্য তার প্লাবনিক দুপক্ষ বিস্তারে;
হয়তো ধ্বংসের লীলা অথবা তা জন্মের আক্ষেপ;
অথবা মুক্তার মালা পুকুরের নিটোল চাতালে;
অথবা বিদ্যুৎ তেজে তারি তীব্র চরণ-নিক্ষেপ
ক্রমশঃ বিলুপ্তি আনে মানসিক অতল পাতালে;
দূরত্ব চেতনা পথে সে ও আমি— নিতান্ত সংক্ষেপ।

শব্দের মণ্ডপে শুধু অব্যক্ত প্রকাশ। পরিপূর্ণ
চিত্ততায় দাদূরীই একান্ত সংগী । সংগীতের
অদম্য বর্ষনে ঢাকা প্রাণ-সূর্য । বিনষ্ট অন্বেষা ।
আমারো জীবন থেকে ছুটে গেছে জীবনের নেশা ।
পানপাত্র ফেলে দিয়ে অসম্পূর্ণ চেতনায় চাই,
শব্দের চূড়ায় চড়ে ভুলে যাই প্রকাশের ভাষা,
বর্ষণমুখর চিত্তে অন্যথা বৃত্তিও ভুলে যাই ।

www.pathagar.com

দজ্জাল

খাঁড়া দজ্জাল বিছিয়েছে জাল অসংগতির কুটিল বানে
পরাহত গতিঃ শান্তি ও সতী নেই আর এই স্রোতের টানে
সাম্যবাদীর শৃগাল মানস
এক নায়কের মধুর মুখোস ;
বায়ব্য তীর, ঈথার অধীর অন্ধ বধির মিথ্যা গানে ॥

মেহেদীর খাবে আমরা বেতাব, রেডিওর তাপে ঘর্ম ক্লেদ ।
ছেঁড়া মাদুরেই আবু হোসেনের শাহী বিচারের সূক্ষ্ম ভেদ ।
কোথায় ঈসার বিজয় প্রলয় !
দজ্জাল দিল আনবিক ভয়
ঊর্ধ্বচন্দ্র ছাই হোল কিনা তারি গৌরবে ভুলেছি বেদ ।

এক চোখ দিয়ে দেখেছি তো প্রিয়ে একক সত্য আত্মরতি ।
ভোগ-বিবসনা, তৃপ্ত রসনা, ভাবিনি তুমি কি রয়েছ সতী ।
উড়ে চলে গেছে মানস মরাল
সরোজিনীহীন দীঘি জঞ্জাল
কংকাল হাসি জানি অবিনাশী ঃ ক্ষণ মধুতেই তৃপ্তগতি ।

খাঁড়া দজ্জাল ঃ অকুল কোটাল । বর্ষণ-ভাঙা হৃদয় মন ;
তবু অস্থির ভাঙা হাটে ফের সাজাই স্বপ্ন-সাধন-ধন ।
ভুলেছি ঃ প্রজ্ঞা পরিমিতি-খাদ,
মনন-রুদ্ধ চেতনার বাঁধ
স্বপ্নবিলাসী মোনালিসা হাসি—এখানে বিকেনা হাদরতন ॥

দজ্জালমন জানিনা কখন মজ্‌নু প্রনয়ে মত্ত হবে
কোটালের বাণ কখন আপন জান কোরবানে তৃপ্ত হবে
প্রজ্ঞার সীমা আদমের জ্ঞান
তখনই ক্ষমার সে অভিজ্ঞান
তখনই মনের দজ্জাল মৃতঃ যদিও দ্বন্দ্বে মৃত্যু হবে ।

www.pathagar.com

জীবন্ত প্রহর

মেঘে মেঘে ভারাক্রান্ত অনলংঘ চিত্তের শিখর
আমি চাই সুনিশ্চিত প্রেরণার জীবন্ত প্রহর,
তবুও বিত্তের দীপ্তি— বৈদ্যুতিক ক্ষণিক আভাস,
বিনষ্ট আশার শোকে নিরালম্ব আমার প্রকাশ ॥

জরার শাসনে দেখি যৌবনের পরাহিত গতি
তবুও অর্থের চেয়ে নিরর্থক জীবন-বিরতি;
যদিও মনন-ক্ষুব্ধ চেতনায় অরাজক রাজা
হাতেমী-দাক্ষিণ্য তবু ম্লান করে কুটিলতা সাজা ॥

চেতনার ফল শুধু আদমের বিফলে ভক্ষিত,
অন্তরীক্ষে খবিসের নৃত্য শুধু সযত্ন রক্ষিত,
তাইত ইবলিসিফনা নিত্য করে সুতীক্ষ্ণ দংশন,
তবুও বিজয় কাম্য, জুলেখার অভাব্য পতন ॥

ইউসুফী রূপের খাবে অতিক্রান্ত তাইতো শিখর,
উত্তুংগ মেঘের অন্তে অন্তহীন প্রেমের খবর ;
যদিও সফেদ-দৈত্য প্রসারিত করেছে গহ্বর
যদিও বিবাদী-বাদী বিসংবাদে বিনষ্টি সত্বর ॥

যদিও দাজ্জাল বাহু বৈদ্যুতিক মিথ্যার প্রচারে
ঘিরেছে যন্ত্রণাজালে আনবিক বিচিত্র সত্বারে;
ক্ষণবাদে আত্মদ্রোহী, আত্মবেদে সর্বস্ব প্রচার
তবুও তরংগ ভংগে প্রাত্যহিক শক্তির বিচার ॥

ডুবুক্ তরণী, মাঝি, বৈপ্লবিক আনবিক রণে
তবুও ডুবুরী সত্বা ডুব দেয় অতলান্ত মনে
আবার দজ্জাল-ধ্বংসে বেছে নেয় ক্ষণ সর্বনাশ
অন্ততঃ দ্বন্দ্বের সত্যে অবিজিত আত্মা অবিনাশ ॥

উত্তুংগ শিখরে তাই উপত্যকা-বিহারী পরাণ
রাজহংসী মত্ততায় ফিরে পায় চেতনা-সম্মান
সর্পিল সম্মোহ আর করেনাতো হৃদয় বিহ্বল
যদিও একদা রাত্রে খেয়েছি তো আদমের ফল ॥

www.pathagar.com

শিঁরী ফর্‌হাদ্‌ তত্ত্ব

যুগধর্মে লায়লীও হয়েছে বাচাল ।
অতিভক্ত মজনুরও নাজেহাল হাল ॥

থাক্‌
জান্‌ কোর্‌বান খ্বাব খ্বাবেই থাক
মিলাক্‌
সিল্ক-নাইলনি আপ্যায়নে
উন্নাসিক নাগরিক বিলাস ব্যসনে ।

শিরীন তোমার উড্ডীন চুল খুসীর পালক নাও
তোমার চোখের নিতল তলায় আমায় টেনে নাও ॥

তবু জানি
এবং দেহমন দিয়ে মানি
(হায় ফ্রয়েড)
আত্মরতির পালা
যেদিন ফুরুবে সেদিন সব জ্বালা
মিটবে
ব্যাংকের
মোটা অংকের
চেক্‌ অথবা সম্মান-নির্বেদ
নির্বাক বিভেদ

তবু তোমারে মনচাতালে মুক্তা-মালা পরাই ।
যদিও জানি মান-বাখানি দু তিন দিনের সরাই ॥

এবং বিবাহ সজাগ তনু;
যদিও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুপরমানু
বিচার চলবে
হয়তো ফলবে

কোনদিন স্বপ্নের আপেল
নাহোক্‌ তো অন্তত সিভিলিয়ান বেল্‌
নিশ্চয়ই মিল্‌বে—
রুদ্ধ কপাট বক্ষে মাতরিশ্ব মনে
খামাখা আবেগ এনে
এতদূর খুরবেগে কেনই বা ধূলি উড়িয়েছি
মধ্যবিত্ত মন মেনে তুমিও বেঁচেছ

www.pathagar.com

আমিও হয়তো বা বাঁচি

এই খেলাতে খেয়াল খুশী ভালবাসার সাধ
তোমায় ভালবেসে এবার ঘুচলো আলোর স্বাদ ।।

www.pathagar.com

ক্ষয়িত গোলাপ

এখানে মৃত্যুর দ্বারী
ঘুরে মরি ঘানির বলদ
অথবা আফিম-সেবী
ভুলে যাই প্রেমের গলদ

তবুও বৈশাখী আশা
ঝঞ্ঝা আনে হৃদয় অংগনে
কামুক তৃপ্তির ভাষা
ভিনাসের ক্ষন আলিংগনে

এই কি সর্বস্ব প্রিয়
দেহমনে এই উপাদান ?
গোলাপের রক্ত ওষ্ঠে
তীক্ষ্ণ কৃষ্ণ কীট অভিযান !

www.pathagar.com

প্রাচীর

যদিও বা ক্ষণিকের জন্য
দেহ মন এক হয়ে যায়
ফুল বুনি দুজনে অনন্য
একই সুর উভয় গলায়
তবু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ
যদি জাগে বিরুদ্ধ ইচ্ছা
ক্ষণিকের মোহময় স্বার্থ
খাবে আনে গর্‌মিল্‌ কিছ্‌ছা

চুম্বনালিংগন বদ্ধ
তবু ফোটে বিভিন্ন ফুল
শ্রুতসুর স্বপ্নে অসিদ্ধ
দুনায়ের বিপরীত কূল
জেগে দেখি বিভিন্ন কাফনে
সারারাত শায়িত দুজন
নীরবতা কখন যে গোপনে
মাঝখানে নিয়েছে আসন
তাই বলি ভেঙে ফেল প্রেয়সী
স্বার্থের সাজানো প্রাচীর
প্রেম খোলে বন্ধন-রশিন্ন
প্রেম চায় মরণ নজীর
দুই মনে একই কথা জাগবে
এক ভাষা একই সুরে গাওয়া
পতংগ বহ্নিতে জ্বল্‌বে
আগুনের তৌহিদ পাওয়া

www.pathagar.com

মুখোস

ভেবেছিলাম
যুদ্ধ আর বজ্র পাব
ভেবেছিলাম
মুখোসহীন শত্রু পাব
আঘাত খেয়ে
বুকের হাড় শক্ত হবে
দ্বিধাবিহীন
পাথর ভাঙা রাস্তা হবে
দীর্ঘদিন
ঢেউয়ের সাথে লড়াই করে
হালের বাজু
থির্ রাখাতে শান্তি পাব ।

বুঝিনি আমি
ফুলের মালা, কীটে ভরা,
গলায় দিয়ে বাহাবা দিয়ে, ছেদ্ করা
নৌকো দিয়ে
ছড়াল পাল, মগ্নকূল ;
অকূল গাঙে
ডুবাতে চায় আমার কূল ।

বুঝিনি ঘন
রাত্রিবেলা আলিংগন
দেহের সাথে
মনের পাখা আকাশ-লীন
প্রিয়ারও যত

সাদর চুমো হাতের চাপ
মুহূর্তের
ক্ষণবিলাস কায়ার কোপ
অথবা শুধু
উত্তেজনা গৌরবের
সংগী শুধু
দুই দিনের জৌলুষের ।

www.pathagar.com

ইতিহাস

চিরন্তনীর বাঁধন ছিন্ন হল,
আদমের হাত ভাঙে নিষিদ্ধফল ।
জুলেখা.ইউসুফে দ্বন্দ রোপিত হল,
চক্রবৃত্তে সময়ের জাতাকল ॥

বিসর্জনের দামামা তাইতো বাজে,
শুভ্রশঙ্খ আত্মপূজায় রত,
নিত্যনব্য বাসন্তিকার সাজে
প্রাচীনসর্প পরিবর্তন-রত ॥

আদি ও অন্ত অনন্তে শুধু মেলে,
চক্রবৃত্ত এখানে সরল গতি,
ক্রমবর্ধনে তারকাসূর্য জ্বলে,
মানবাত্মায় চন্দ্রমা পরিণতি ॥

চন্দ্রমা মুখে সম্পূর্ণের ছায়া,
আমিনা হস্তে ছিন্ন অ্যাপোলো-বক্ষ,
কায়খস্রুর প্রাসাদের মৃতকায়া
আবাহন-গীতে কম্পিত ভীত কক্ষ ॥

পূর্ণতা আনে ধ্বংসের সংবাদ,
স্ফিংক্সের ড্রাগন-বক্ষ জাগে,
গোলাপে-সূর্যে চক্রক্ষান্তি সাধ,
সর্বরূপের মিলিত সূর্য জ্বলে ॥

www.pathagar.com

মহামানব

তেপান্তরের দিক্‌ভ্রান্তির ভয়
দুর্যোগ রাতে সংগীরা দিশেহারা
শূন্য আকাশে তারার তস্‌বি শুধু
ইংগিতে বলে কোথায় সে আশ্রয়
নিরবধি কাল বিপুলা পৃথ্বি যারে
ঝঞ্ঝা প্লাবনও করেনিকো বিক্ষয়

তোমার প্রাণের হাজারো শাখার ভীড়ে
নীড় বাঁধি তাই একাগ্র দিনমান
তোমার ছায়ায় যৌবন রক্ষিত
সর্পের ফনা নির্বিষ পরাভূত
ঊর্ধাকাশের চাঁদে মন রঞ্জিত
তমসা দেহও আলোতে দীপ্তিমান

মহীরুহ তুমি বিশাল সৃষ্টি জোড়া
ধূলি চামেলীতে তোমারিতো প্রতিভাস
তবুও বলেছ তুমি আমাদেরি মত
জন্মবৃদ্ধি মৃত্যু তোমার ছিল
সতর্ক চোখ তবু আজো জাগ্রত
তামস মনেও দেখি তারি উদ্ভাস

সেই দৃষ্টির ইংগিত মেনে চলি
ফোরাতের তীরে পদ্মার ঢেউ লাগে
জবলেনূরের গুহার গভীর তলে
পূব বাংলার মাটির প্রদীপ জ্বলে
মেঘ-গম্ভীর স্বরের ছোঁয়াচ লেগে
হৃদয়ে লক্ষ তারকাসূর্য জ্বলে

স্ফিংক্‌সের ড্রাগন-লেজের তাড়া
হৃদয়ে আনেনা চীনসমুদ্র ঝড়
মহীরুহবুকে পেয়েছি তাদের সাড়া
শিরায়পত্রে গতিবেগে অবিরত
কল্যাণী-হাতে সাজানো আলোর মত
যারা এনে দেয় প্রাণ অবিনশ্বর ।

www.pathagar.com

তোমার দ্যুলোক

সূর্যের বান্ধব দেশঃ বন্ধ্যা বালুচিবি ।
ধূসর আকাশে জ্বলে ধাঁধাঁনো আলোক !
তবুও আলোর রাজ্যে অন্ধকারজীবি
খুঁজেছি কোথায় পাব তোমার দ্যুলোক !

হৃদয়ে কোথায় ফোটে চাঁদিনী কপোল
ভুলায় নিয়তি-পিষ্ট একাকীত্ব-বোধ ?
ভুলায় সংসার-মরু কংকাল-বিরল ?
ভুলায় গণ্ডূষ-সীমা প্রেমের বিরোধ ?

ভুলাবে তোমার রূপে রূপসীর ঘ্রাণ
মধুমুখে হলাহল অবিত্ত কলহে,
উগানো হৃদয় মূলে নবান্ন আঘ্রাণ

অনামা ফসল তৃপ্ত শ্যামল আগ্রহে,
রসপূর্ণ করে দেবে বালুজীবি প্রাণ,
ভুলাবে তোমার রূপ মাটির বিগ্রহে ।

www.pathagar.com

ইংগিত

জীবনের ছক কাটা ; ঘর দোর মাপ ;
সব ঠিক ; গর্‌মিল শুধু হল চালে ।
কিমাশ্চর্য খেলা ! কিন্তিমাত হয়তো বা
হ'ত । হয়তো এখনও অদৃশ্য হস্তের
খেলা কপলের ফেরে কোনো অভিশাপ
অথবা অর্ধেক রাজ্য লিখেছে কপালে ;
অনির্দিষ্ট গতিবেগ হবে নয়তো বা,
নয়তো রাজার চাল— শুধু হের্‌ফের্‌ ।

তবুও সন্তুষ্ট আমিঃ কাব্য স্বর্ণকার
সোনালী স্বপ্নের স্রোতে গলিত করেনি,
ভাসায়নি সিন্ধুপারে, বন্দীত্ব মিনারে ।
অস্থির হৃদয় নিয়ে বিবিধ আকার
বিচিত্র সৌষ্ঠব জ্বালাঃ তাইতো মরেনি
কাবার কেব্‌লা তাই হৃদয়-কিনারে ।

www.pathagar.com

বিজুলি-উদয়

ঘাসজ্বলা রং জমি ধূ ধূ বালিচুপ্,
কংকাল ক্যাক্‌টাস্ ডাইনী আকাশ,
ছড়ানো বাব্‌লা ঝোপে লঘুশ্যামরূপ,
সূর্যবন্‌ধা দেশে তোমার বিকাশ ॥

অবকাশ-অবসান ঘানিঘোর মন,
বাস্-জেলে জপমান সংগীক্ষণিক,
বনিক বেসাতী মনে নৃত্য-চরণ,
করাচীর কংকরে তোমারি ঝিলিক ॥

তোমার বিভাস প্রিয় বিজুলি-উদয়,
ওয়েইক দ্বীপে রামধনু বাণীর দ্যুলোক,
জামঘন কলতলে ঝিঁঝিঁট হৃদয়,
ক্যানিয়ন সন্ধ্যায় ভুলেছি ভূলোক ॥

ভুলেছি বিসংগতিঃ প্রাণ সংগীতঃ
কংকরে কংকালে ভিনাস-জীবন ;
সবুজে ও বালুকায় দেখেছি পিরীত,
পর্বতে নদীপথে স্বরূপ মোহন ॥

www.pathagar.com

পাগ্‌লা ঘোড়া

কুলিমজুরের বাদশাজাদার
শাহেরজাদীর স্বপ্নের রাত
ঘুমিয়ে কাটে
বেখাপ্‌পা এক পাগ্‌লা ঘোড়ার
পিঠের সওয়ার অস্থিররাত
নেচেই কাটে
কোন্ জামানায় কোন্ অভিশাপ
এমন করেই ফল্‌ল
কোন্ পরীজাদী কোনদিন যেন
আমাকে হেলায় তির্য্যক চোখে
এই হলাহল ঢাল্‌ল
তাইতো এবার হাংগর দাঁতে
করাত-কঠিন ধার
শব্দের হীরা ঘষে ঘষে কাটি
ইন্দ্রিয় সম্ভার
নাক্ষত্রিক উড্ডীন পথে রাত্রির ছবি টানি
প্রজাপতি দিন বিকাশ-রঙীন রূপের অরূপ জানি
কখনো আকাশে শিখরে শিখরে মেঘের প্রাকার গুনি
কখনো নিম্নে বেতো ঘোড়াটার বুকের হাপড় শুনি
অস্থির পায়ে পায়চারী করি
কায়কাউসের মত
মাজেন্‌দারান যদিই বা ফলে
স্বপ্ন-আপেল সত্য তাহলে
সন্ধ্যাতারার মত ।

পাগ্‌লা ঘোড়ার খুরের দাপট
তবুও থামেনা, বুকের কপাট

www.pathagar.com

একটু ভেজাই, একটুকু ফাঁক করি
দূর দিগন্তে মেঘের মেখলা
পদ্মায় ফেলে ছায়া
বিনাশ-ভ্রুকুটিঃ মৃত্যু চড়াই
খাদের কুটিল মায়া
ঝিকিমিকি সোনা ধানের আলোয়
প্লাবন প্রহার জ্বালা
তাই দেখে দেখে সম্মতির মমির
ভাঁজ করা চোখ খোলে
টিয়া ঠোঁটগুলো ফ্যাকাশে কাগজ
মনে মৃত্যুর ধূমকেতু জ্বালা জ্বলে
এই মৃত্যুর আকাশে পাতালে
মাঝরাতে ভরে ঘুরি
বিসময়কার ভাষার বাঁধনে
মমির বাঁধন খুলি
সেই সাধনার অংগীকারের
মৃত্যু ভোলার খেলা
ভাষার স্রোতের তীরে তীরে চলে
নুড়ি দিয়ে ছেলে খেলা
গাগ্‌লা ঘোড়ার দাপটে আবার
নুড়ির প্রাসাদ ভাঙে
ভেসে চলে যাই দুর্দম বেগে
অথই কোটাল গাঙে
বাদশাজাদীর স্বপ্নের সাধ উন্মীলিত
বেতো ঘোড়াটাও নিশ্বাস টানে নির্বিরত
গোলাপ কলির বুজে-আসা-রূপে তুমি শায়িত
শান্তিতৃপ্ত নরম বিছানা সুখ
মনের আঙিনা মাঠ হয়ে যায়, আকাশ ছড়ায়
উইচিবি আর আস্তাবলের সীমানা হারায়
গোবীর পাহাড়ে, তিব্বত-চূড়া, আগ্নেয় গিরি
তারার ভস্মে
সান্নিপাতিক রোগীর কাঁপুনি হাড়ের চূড়ায়
মাতলামি চোখ তবুও জ্বলেছে বিনিদ্রিত
খুরের দাপটে কপাট ভাঙছে অনবরত ।

www.pathagar.com

অনুরণন

প্রতি অনুরণনেই
নূপুরের ঝংকার
সন্ধ্যার অন্ধকারে
ভোরবেলা আবিষ্ট
সূর্যের বিসময়ে
সেই সুর ঝংকৃত
হৃদয় তারে
কোয়েলার আবাহন
দোয়েলার কীর্তন
সারারাত ঝিঁঝিঁটের
সুর সাধনায়
হৃদয় দেহের সাথে
এক হয়ে মিলে যায়
মানস ছড়ায়
বাসন্তী মন্ত্রনা
সূর্যের সান্তনা
হৃদয় পেল
পুষ্পের বৈভব
আকাশের সৌরভ
হৃদয়ে এল
প্রতি রেনু পরমানু পূর্ণ হল

তোমারই নূপুর বাজে
প্রতি অনুরণনেই
দিবসের আলো আর
সন্ধ্যার অন্ধকারে ।
প্রতি অনুরণনেই
নূপুরের ঝংকার
অতন্দ্র হৃদয়ের মন্দ্র তারে ।

www.pathagar.com

সুদ

সুদের সাহায্যে
সুদের সাহায্যে কোনো মানুষের ভাল পাথরের বাড়ী নির্মিত হয়নি
যে পাথর এমন মসৃনভাবে কাটানো এবং মিল করে বাঁধানো
যেন এর বুক নক্‌শাখোদাই দিয়ে ঢেকে দেওয়া সম্ভবপর হয় ।
সুদের সাহায্যে
কোনো মানুষ তার গির্জার গায়ে বেহেশ্‌তের ছবি আঁকেনি
সেতার এবং বীনা
অথবা যেখানে বিবি মরিয়ম বাণী পাচ্ছেন
এবং খোদাই-করা নক্‌শার অভ্যন্তর থেকে জোতির্মণ্ডল রেখা উঁকি দিচ্ছে
সুদের সাহায্যে
কোনো মানুষ গণ্‌যাগা তার উত্তরাধিকারীদের এবং
রক্ষিকাদের দেখেনি
বেঁচে থাকার মত ছবি অথবা সংগে রাখবার মত
ছবি কেউ আঁকেনি
এঁকেছে বিক্রির জন্য, জল্‌দি বিক্রি হওয়ার জন্য
সুদের জন্য, প্রকৃতি বিরুদ্ধ পাপের জন্য
তোদের রুটি হবে আরো জীর্ণ ছিন্ন কম্বল
তোদের রুটি হবে শুকনো কাগজের টুক্‌রা
পাহাড়ী গমের তৈরী নয়, শক্তিমন্ত ময়দার তৈরীও নয়
সুদের ছোঁয়ায় রেখাগুলো স্থূল হয়ে ওঠে
সুদের কারণেই সীমানির্দেশ অস্থির অপরিচ্ছন্ন
কোনো মানুষই তার বসতবাটীর জন্য জমি পায়না

ভাস্বরকে তার প্রস্তর থেকে দূরে রেখেছে
তাঁতীকে রেখেছে তার তাঁত থেকে
সুদ সহ
পশম বাজারে আসেনা
ভেড়া কোনো লাভ আনেনা সুদের ফলে
সুদে হচ্ছে পশুর মড়ক, সুদ
কুমারীর হাতের সুঁইকে ভোঁতা করে দেয়
এবং তাঁতের সূক্ষ্ম কারুকার্য ব্যর্থ করে । পিয়েত্র লম্‌বার্দো
সুদের মারফৎ আসেনি

www.pathagar.com

তুচ্ছিও সুদের মারফৎ আসেনি
অথবা পিয়েরো ডেলা ফ্রান্‌সিস্‌কো,সুদের সাহায্যে না জুয়ান বুলিন
না 'লা কালুন্‌না' অঙ্কিত হয়েছে
এ্যান্‌জেলিকো-ও সুদের মারফৎ আসেনি, অথবা এ্যাব্রোগিও প্রেইডিস
কোনো গির্জার কাটানো পাথরও আসেনি যাতে সই করা রয়েছে
সুদের সাহায্যে নয় সেইন্ট্ ট্রোফিম্
সুদের সাহায্যে নয় সেইন্ট্‌হিলেয়ার
Adamo me fecit
বাটালিতে মরিচা ধরায় সুদ
হস্তশিল্প আর শিল্পীকেও মরিচা ধরায় সুদ
তাঁতের সুতোকে কাম্‌ড়িয়ে কেটে ফেলে
সোনার তার দিয়ে কারুশিল্প কেউ শিখ্‌তে পারেনা
মুক্ত নীলাকাশে দূষিত ক্ষত আনে সুদ; ক্রামইজি সূচিশিল্পহীন
পান্না কোন মেম্‌লিং এর সন্ধান পায়না
গর্ভস্থিত সন্তান হত্যা করে সুদ
যুবকের প্রেমালাপ খণ্ডিত রোহিত করে
শয্যায় পক্ষাঘাত আনে, শায়িত থাকে
তরুণ বর এবং তরুণী বধূর মধ্যে

CONTRA NATURUM
প্রকৃতি বিরুদ্ধ

ইন্দ্রপ্রস্থে তারা বেশ্যার আমদানী করে
ভোজের জন্য সজ্জিত করে সারি সারি লাশ
সুদের আদেশে।

—এজ্‌রা পাউন্ড, ক্যান্টো

www.pathagar.com

প্রেম

যা কিছু গভীর ভাবে ভালবাস তাই শুধু থাকে,
বাকী সমস্তই আবর্জনা
যা কিছু গভীর ভাবে ভালবাস তা তোমার বুকে থেকে
ছিনিয়ে নেয়া হবে না
যা কিছু গভীর ভাবে ভালবাস একমাত্র তাইই তোমার
উত্তরাধিকার
কার এই পৃথিবী, আমার, তাদের অথবা কারুরই নয় ?

প্রথম অভ্যুদয় দৃশ্যমান জগতের, তারপর স্পর্শ-অনুভূতির
নন্দন কানন, যদিও তার অস্তিত্ব ছিল দোজখের দরবারে
যা কিছু গভীর ভাবে ভালবাস, একমাত্র তাই-ই তোমার উত্তরাধিকার
যা কিছু গভীর ভাবে ভালবাস তা তোমার বুক থেকে
ছিনিয়ে নেয়া হবে না
পিঁপড়েও তার ড্রাগন-জগতে অশ্বানর বনে বসে
চূর্ণ কর তোমার মিথ্যা অহংকার—মানুষতো সৃজন করেনি
শৌর্যবীর্য, সৃজন করেনি বিন্যাস শৃঙ্খলা, সৃজন করেনি ঐশ্বরিক করুণা
চূর্ণ কর তোমার মিথ্যা অহংকার, আবার বলি চূর্ণ কর
সবুজ পৃথিবী থেকে জেনে নাও তুমি তোমার স্থান কোথায়
এই মাপ জোঁকাকরার উদ্ভাবনার জগতে অথবা সত্যকার কারুশিল্পে
চূর্ণ কর তোমার অহংকার,
পাকিন, চূর্ণ কর !
এই সবুজ আবরণ তোমার মার্জিত সৌষ্ঠবকেও ধিক্কার দিচ্ছে।

আত্মজয় কর, অন্যে তাহলে তোমাকে মান্য করবে
চূর্ণ কর তোমার অহংকার
শিলাবর্তনের মধ্যে তুমি একটি দণ্ডাহত কুকুর
অস্থির সূর্যালোকে এক শূন্য ফাঁপা ছাতার পাখী
অর্ধেক কালো আর অর্ধেক সাদা
পাখা আর লেজের ভিতর বিভেদ জানেনা
চূর্ণ কর তোমার অহংকার
কত জঘন্য তোমার ঘৃণা
মিথ্যার খোরাকে পরিপুষ্ট
চূর্ণ কর তোমার অহংকার
দ্রুতগতিতে জন্মলাভ করে ধ্বংস করার জন্য, দাক্ষিণ্যে কৃপন,
চূর্ণ কর তোমার অহংকার,

www.pathagar.com

আবার বলি চূর্ণ কর ।
কিন্তু কিছু না করার পরিবর্তে কিছু করা
এ অহংকার নয়
নম্রভাবে আঘাতকরা, যার ফলে
কোন এক ব্লান্ট মুক্তি পায়
হাওয়ার থেকে জীবন্ত ঐতিহ্য আহরণ করা
অথবা সুন্দর প্রাচীন চক্ষু থেকে অপরাজেয় অগ্নি অর্জন করা
এও অহংকার নয়
এখানে ভুলতো শুধু কিছু না করার মধ্যে
সেই আত্মবিশ্বাসহীনতার মধ্যে যা পদস্খলনের জন্য দায়ী ।

—এজ্‌রা পাউন্ড, ক্যান্টো ৮১

www.pathagar.com

কেউ এক এবং কেউনা

কেউএক থাক্‌ত গলিকোন শহরে
(আজানের সুর-ধোয়া মিনারের চূড়)
বসন্ত গ্রীসম্র ও বর্ষা শরৎ আর হেমন্ত শীত
অকরণ কইত করণ্য গাইত ও ঝারণ্য নাচ্‌ত

পুরুষ অথবা মেয়ে (ছোট বড় সকলেই)
কেউএক কখ্‌খনো খেয়ালেরও অগোচর
তাদের হবেনা তারা বুন্‌তও যেম্‌নি ফল্‌তও তেম্‌নি
সূর্য চন্দ্র তারা বর্ষণ মৌসুম

শিশুদের আন্দাজ(সামান্য কয়জন
ভুলেছেও নিম্নের বর্ধন উর্ধের সংগে
শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত বর্ষা)
কেউনা যে বাসে ভাল তারে আরো দিন দিন

যখন যেমন দিয়ে ফুলফল বৃক্ষ
কেউনা আনন্দিত কেউএক খুশীতে
মনভাঙা পুণরায় কেউএক বেদনায়
কেউএক সামান্য অমূল্য কেউনার

সক্‌কলে ধীরে ধীরে বিয়েশাদি দিন দিন
চোখে পানি মুখে হাসি ক্ষয়জয় রাতদিন
(ঘুমজাগা আশা আর নিরাশায়) সব্বাই
ণত্বের নৃত্য ও ষত্বের সন্ধিতে বন্দী

বর্ষণ মৌসুম সূর্য ও চন্দ্র
(প্লাবন জরাই শুধু বুঝাতেই সক্ষম
শিশুদের বর্ধনে সম্মরণের ক্ষীনতা
আজানের সুর-ধোয়া মিনারের চূড়)

একদিন কেউএক মারা গেল মনে হয়
(কেউনা জড়িয়ে তারে জলচোখে চুম্‌ল)
ব্যস্ততো সব্বাই কোন মতে শোয়ালো
পাশাপাশি একে একে আগামী ও গতকাল

www.pathagar.com

সব দিয়ে সব আর গোপন নিবিড়
দিন দিয়ে রাত দেখে স্বপ্নে ভবিষ্যৎ
কেউনা ও কেউএক বসন্তে পৃথিবীর
আত্মিক কামনায় যদির জগৎ

নারী আর পুরুষেরা (অজানের তাল)
বর্ষা শরৎ শীত বসন্ত গ্রীষ্ম
বপন উপ্তিভারা কর্তন শস্য
আগমনিগম পথে সূর্য ও চন্দ্র

—ই,ই,কামিংসের অনুসরণে

www.pathagar.com

শোক্‌রানা

হাজার হাজর বার শোকর জানাই অত্যাশ্চর্য আজকের
এদিনের জন্য, বৃক্ষের সবুজাভ আত্মার উল্লম্ফিত
উচ্ছাসের জন্য ও আস্‌মানের সত্যনীল স্বপ্নসিদ্ধির জন্য
প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য স্বাভাবিক সত্তায় যার অনন্ত এবং আছে ।

যে আমির মৃত্যু হয়েছিল, তবু আজ জীবিত হয়েছে
জন্মদিন যেমন সূর্যের আজ, জন্মদিন জীবনের
প্রণয়ের আর বারিধির, জন্মদিন প্রাণখুসি
মহত্বের এবং পৃথিবীর অন্তহীন ঘটনায় ।
কিভাবে এমন এক মুক্তেন্দ্রিয় মানবের মন
দর্শন শ্রবণ শ্বাসগ্রহণকারী যে জিহ্বাত্বক উপভোগ সম্ভোগ ব্যক্তির
নাস্তির-না-থেকে-উৎক্ষিপ্ত অস্তির উত্থান
সর্বকল্পনাতীত তোমাকে সে সন্দেহ করেছে ?

আমার কর্ণের কর্ণ এ মুহূর্তে উন্মুক্ত হয়েছে
আমার চোখের চোখ—সে-ও আজ খোলা ।

—ই.ই. কামিংস

www.pathagar.com

হিজরত

১৯৮৪

www.pathagar.com

হজরত বাবা জহীন শাহ তাজী
রহ্‌মতুল্লাহ আলায়হের
স্মরণে

অমর সত্তার কাচে
যার ছবি ফুটে উঠে
মনের পরিধি করে
সৃষ্টি ব্যাপী

উষার কোমল ছোঁয়া
যেমন বিলুপ্ত কায়া
জাগ্রত ক'রে, খোলে
রূপার ঝাঁপি

তারি কণ্ঠে দোলাবার
দিলাম এ উপহার
যার বুকে চিরতরে
হৃদয় সঁপি

www.pathagar.com

আস্‌ফালা সাফেলীন

আরতো সহ্য হয় না, হে আমার
মালেক, রহিম, ওগো রহমান,
আর তো সহ্য হয়না জীবনের
সাথে এই হিংস্র যুদ্ধ । খান্ খান্
হয়ে হাতিয়ার ভেঙে যায়, সীমান্তের
বেড়া ভেঙে ছুটে আসে রক্তচক্ষু
খবিসেরা ইয়াজুজ মাজুজের
মত অন্ধকারে পদভারে বক্ষ
কাঁপে ভূমিকম্পনের সর্বগ্রাসী
কাঁপনের মত । জখম করে আর
হাসে- তীক্ষ্ণ, ধারালো, ব্যাংগের হাঁসি।
রুদ্ধশ্বাস প্রাণ। অক্ষম । নিঃসাড় ।

আমাকে মিথ্যার থেকে মুক্ত কর ।
জাগ্রত কর তোমার সত্যসূর্য ।
আঘাত কর, আঘাত । প্রণয়ের
কষাঘাতে আমার মনের বীর্য
ঘোড়ার মত তীরের বেগে যাক
ছুটে, মিলাক ব্যাপ্তিতে । যে আঘাতে
তারাদের বুকে জাগরুক কর
জীবনের কম্পন, আঘাতে মেঘের
বুকে ইস্পাতি বিদ্যুতের শক্তি
ঠিক্‌রিয়ে দাও, আর ফুটাও
ফুলের বুক চূর্ণ করে ফলের
আনন্দ-আমাকেও তুমি জাগাও

সেই তীক্ষ্ণ আঘাত দিয়ে, খণ্ডিত
বিচূর্ণিত করে কয়লার কালো
মাড়িয়ে ফাটিয়ে দিয়ে বিচ্ছুরিত
কর তীব্র, আশ্চর্য হীরার আলো ।

যে শক্তি সংগুপ্ত আছে মুক্তার
মত হৃদয়ের অন্ধ তলদেশে
প্রেমের জুলফিকার দিয়ে দ্বিখণ্ডিত
করে প্রকাশিত কর তার দীপ্তি ।

www.pathagar.com

নাস্তি থেকে উদ্ধার কর হাস্তিতে
ইয়া হাইউ ইয়া কাইউমু ।
তাদের দেখেছি আমি, দেখেছি ঐ
আস্‌ফালা সাফেলীন গোষ্ঠী- যারা
ভেসে চলে, চলে মহানগরীর
কঠিন গলিত পিচ্‌ পথ বেয়ে,
ভেসে চলে ভোরে বিবশ মধ্যাহ্নে
প্রদোষ-প্রচ্ছায়ে, রাত্রির বিজুলি
আলো-খচা অন্ধকারে; দেখে শুধু
নিজেদের পা আর শূন্যকে । ভাসে
সামনে পিছনে জোয়ার ভাঁটার
টানে খরকুটার মত ।

আমি কে ?

এরাই কি তারা যাদের রক্তধারা
নির্জিত তুষার-শৈত্যে জমাট বেঁধেছে ?
পাথর করেছ হৃদয় ? বধির
করেছ শ্রবণ ? দৃষ্টি হতে আলো
কেড়ে অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছ ?
হায় সুম্‌মুম্‌ বুক্‌মুন্‌ উম্‌—
ইউনের দল ।

www.pathagar.com

আমি কোন জন ?

তুলে লও তুমি উর্ধে, তুলে লও
আদিম, নিঃসীম, নিঃসংগ নিলয়ে ।
দেখাও তোমার রূপ, অপরূপ
অরূপ রূপ, অহেতুক অনন্ত
স্বরূপ। মিলাও শূন্যে শূন্যে । মৃত
কর, সঞ্জীবিত কর । খোল, খোল,
সৃষ্টির গুণ্ঠন খোল । আকাশের
তারাখচা নীল কিংখাব,
কলমন্দ্র মুখরিত সমুদ্রের
অতন্দ্র তরঙ্গ ভংগ, শ্যামশষ্প
গালিচার কোমল বিলাস আর
গৈরিক পর্বতের দৃঢ় উচ্চতা—
তোমার গুণ্ঠন শুধু, বিভেদের
পর্দা মাত্র । বিচ্ছিন্ন করেছ তাতে
তোমার আমার ঘন সৌহার্দ্যকে,
জাগ্রত করেছ তীব্র প্রণয়ের
অসহ্য আকুতি । তাই মজনুন্
আজ আমার কয়েস। উৎকণ্ঠিত
প্রহরে প্রহরে সুতীব্র হয়েছে
ব্যর্থতার আগ্নেয় সঞ্চয় । তীক্ষ্ণ
এ অগ্নিকুণ্ডকে প্রোৎফুল্ল কর,
ইব্রাহিমি ঈমানের দাঢ্য দাও
তুমি, প্রেমের মত্ততা ঈমানের
প্রশান্তি সঞ্চারে শান্ত কর,
কর শান্ত তুমি । সিনাইএর
সঘন চাঞ্চল্যে নয়ত চূর্ণিত
হব, ভসম্ন হব তূরের মতই,
ব্যর্থ হবে আমার জীবন-সৃষ্টি ।
যে মুহূর্তে প্রেম পায় বিশ্বাসের
মধুর স্বাক্ষর তখনি শুধু এ
নির্বেদন বিশ্ব মুক্ত হয় প্রাণ-
হীন মরীচিকার হৃদয়হীন
প্রেতনৃত্য থেকে, তখনি সৃষ্টির

www.pathagar.com

সত্য অনুভূত হয় শিরায় শিরায় ।

আমার প্রণয় তাই ঈমানের
বলে বলীয়ান কর, হে রহিম,
হে রহমানুর রহিম । দুঃখের
দীপ্তিতে যেন অকলংক শুভ্রতা
জাগে প্রাণ-পূর্বাচলে, ক্ষতচিহ্ন
লাঞ্ছনা মনের বিদূরিত হয়
যেন ঈমানের স্নেহরসধারা
বৃষ্টিপাতে । প্রসন্ন অন্তরে যেন জাগে
ধান্যভারনম্র প্রান্তরের স্বর্ণ-
পূর্ণতার প্রশান্ত মৌনতা । যেন
আজ সুশোভিত করি গোলাপের
সুঠাম শরীর শিশিরের ক্ষণজীবী
জীবন্ত আভায়- যেন নিত্য
সাইমুম হয়ে আতঙ্ক পাণ্ডুর
শুষ্ক সাহারার সাথে বালুকার
হুহুঙ্কার স্বরে সামঞ্জস্য রক্ষা
করে চলি ।

নাস্তি থেকে হাস্তি পথে
উদ্ধার, উদ্ধার কর ইয়া রব
ইয়া কাহ্হারু, ইয়া মুসব্বিরু
লাহুল্ আস্মাউল হস্না ।

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ বসন্ত

সম্পূর্ণ বসন্ত চাই আবেগ-নির্ভর
দুর্ভর জীবনে শুধু কলহ-উত্তাপ
অথবা জোয়ালে বাঁধা ঘানির বলদ
অথবা বিকল্প দিন মৃতদার যেন
জুয়ায় নেশায় বুঁদ কাটায় প্রহর
সমৃতিবিষ জর্জরিত রুদ্ধ অভিশাপ
প্রাণদায়ী সূর্যস্বপ্নে মরুভূ প্রতাপ।

আমার প্রাণের মাটি বর্ষণ-মোক্ষম
কামনা করেছে নিত্য নাক্ষত্রিক মন
আকাশের তীরে তীরে করেছে ঘোষণা
খনিগুপ্ত কোন্ কোণে হীরক-দ্যোতনা ।
তবুও খিলানে বন্দী দরদালানের
ভগ্নাংশ প্রাসাদ যেনঃ অভ্যাসের বশে
আজও ঝোলে সময়ের অবশিষ্ট কোণে,
রসলুপ্ত অতীতের সৃমৃতি-জাল-বোনে ।
তাইতো পৌষের রাত্রি-শেষের মতন
সূর্যের উদয়াকাংখী শীতার্ত যেমন
বর্ষণ ধর্ষণ চায় সাহারার নদী,
অথবা যখন জন্মে ঘাসের আক্ষেপ
বাঁধানো পথের কোনো বংকিম ফাটলে
যেমন আশ্বাস চায় ঘাস জমি নদী
পরিপূর্ণ বসন্তের আবেগ-প্রখর,
তেমনি মাদুরশায়ী হিমেল জীবনে
সূর্যহীন চেতনার শিখরে শিখরে
বসন্ত আক্ষেপ জাগে রজনীগন্ধার
চামেলীচম্পক দিন খুশির খেয়াল,
হিমাদ্রি গলিত স্বপ্নে হৃদয় মুখর
সম্পূর্ণ বসন্ত চাই আবেগ-নির্ভর ।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র মহাত্ম্য

পৃথিবীর ধূলি থেকে আকাশের তারা— জীবন্ত আগুন
ফাল্‌গুনী মহাত্ম্য দেখ অনন্য আল্লাহ্‌র । তবু ভুলে থাক !
অনিবার্য এ সূর্যের আলো— তবু ভোলো; ভুলে থাক
কিমাশ্চর্য ভোলা ! যুগ যুগ ধরে আস, যাও ও আগুন
জ্বালাও ও বাঁধো, খাও- তবু ভোলা, ঘোলাটে মলিন কর,
কাকস্বচ্ছ আত্ম-চোখ; ব্যবসায় পেটের জ্বালায় আর
টাকার ধান্ধায় লিপ্ত, যুগান্তের ভুখা চোখে অন্ধকার
অথবা নির্লিপ্ত মন নিশ্চিন্তে তাকাও— রিক্তরুক্ষ ভূমি ।

তবুও আশ্চর্য সত্য, অফুরন্ত আল্লাহ্‌র প্রকৃতি,
মৃত্যু অন্তে আবার সজীব মাটি, কচি পাতা ঘাস,
সূর্য ডোবে অবিরত বীর্যবন্ত তবুও আলোর গতি
তারায় তারায় । আবার তামাটে পূর্বে সূর্যের উচ্ছ্বাস
নির্বিচারে করুণায় বিস্তারিত ডানা অসীম দয়ার
সযত্নে রক্ষিত সৃষ্টি বক্ষনীড়ে— উষ্ণ সরসতা তার ।

www.pathagar.com

হিজ্‌রত্‌

মানুষ যে উদ্দেশ্যে হিজ্‌রত্‌ করে
তার জন্য একমাত্র সে বস্তুই প্রাপ্য ।

—হাদীস

www.pathagar.com

এক

আজ আর আমার
সে জীবনে ফিরে যাবার লোভ নেই
আজ আর কোন লোভ নেই

কাঁঠালি চাঁপার মাদক গন্ধ আর
বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত, তোমার আবির্ভাব
স্বপ্ন ভেঙে দেওয়ার ক্ষুব্ধতার
জ্বালা জাগে
কাজল আঁখির সজলতায়

তবুও আজ আর
ফিরে যাবার
লোভ নেই

যা কিছু এতকাল প্রণয়ের মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছি
একমাত্র সে বস্তুই আজ ত্যাগের উপযুক্ত হয়েছে
শক্তিহীনের ত্যাগে জাগে বেদনাক্লিন্ন সান্ত্বনা
অথর্ব সিংহের চোখে জ্বলন্ত কামনা
সে অক্ষমতার ক্ষুব্ধতা এখনো জাগেনি
সে সান্ত্বনার অশান্তি এখনো আসেনি
তবু যা বিনষ্ট হয়নি এখনো
পুষ্পিত গোলাপের সেই সুরভি-সঞ্চয়
যে সঞ্চয়
আজ আর সময়ের গণ্ডীতে বন্দী নয়
যাকে নিয়ে প্রতিদিন আমার ভাঙাচোরা গড়া
আলোচনা পরিক্রমণার বেদনা
যে অতীতে আজ আর ফিরে যাবার লোভ নেই
সেই অতীতের প্রতিমুহূর্তের সঞ্চয়
সে কি আজ নতুন জীবনে
বেদনানন্দাতীত মহিমায় ঔজ্জ্বল্য পাবে
অথবা মিলাবে অরক্ষিত অন্ধকারে ?

www.pathagar.com

যা-ই হোক
অন্ধকার অথবা আলোক
চাঁপাগন্ধের উন্মত্ত অধীরতা আর
বেদনাক্ষুব্ধ আঁখির কাজল সজলতা
সব আজ সত্য হোক
ত্যাগের শক্তিতে
স্বপ্নের কমল আর
স্মৃতির গোলাপ
আশাভংগের বেদনা ও
পূরিত আশার হতাশা
সব আজ মিলে যাক
অপেক্ষমান হৃদয়ে
নতুন জীবনে আজ পুষ্পিত হোক
সব আজ সত্য হোক ।

৫

www.pathagar.com

দুই

অজানিত কার স্বরে
নূরানীর ধারা
অঝোরে ঝরে
অজানিত, কার, কার স্বরে ?
অজানিত কার স্বরে
কোষমুক্ত বিদ্যুতের শাণিত আভায়
সূর্যহীন চেতনার অন্ধখনি কেটে কেটে যায় ?
অজানিত কার স্বরে
আমার মনের কোনে
হীরকের সূর্যকনা হাসে ?
চূর্ণিত আমার দেহ
পরিপক্ক আনারের আনন্দ-রভসে ?
আমার মাটির দেহ মাটিতে মিলিত হল
কানহীন কানে তবু বাজে
বাতেনী কালাম
হাড়ের বাঁধন ছিঁড়ে হাড়গুলি ধূলিতে লুটালো
শুক্‌না করোটি তবু জপে
অপরূপ নাম

সে নামের তীব্র ঝড়ে
শুক্‌নো হাড়ে আগুন লেগেছে
সে আগুনে সীমার বেষ্টনী
জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে
শুধু সেই ছাইএর আড়ালে
যা কখনো মিলাবার নয়
আজ তাই হাততালি দিয়ে
নেচে নেচে এই গান গায়

ভালই ভালই হল এবার এবার
ধার করা জঞ্জালেরা পুড়ে ছারখার
ছলনার নীল-ঠুলি-বিদূরিত চোখে
দেখেছি প্রবাহ ফিরে যায় উৎসমুখে
তাইতো মরীচা-মুক্ত মৃত আয়নায়

www.pathagar.com

তোমার অমর সূর্য আলো দিয়ে যায়
সে আলোর প্রাণরসে গোলাপেরা হাসে
কোকিল কাকলী বোনে প্রসন্ন আকাশে
তাই আজ সুরভিত স্মৃতির সঞ্চয়
নতুন গোলাপে মিশে মধুক্ষরা হয়
তাই আজ দূর হল সময়ের ভার
ভালোই ভালোই হল এবার এবার
তাই আজ মিলে গেল
মিলে গেল ক্রুর লুব্ধ
হিংস্র তীব্র ক্ষুব্ধ
নানা যত আঁখির ফেরেব
ডাক এল
"ওয়াস্‌জুদ্‌ ওয়াক্‌তারেব্‌"

www.pathagar.com

তিন

এ কোন্ তরঙাঘাতে ভেংগেচুরে বালিয়াড়ি বাঁধ
মরুশুষ্ক হৃদয়ের তলদেশে বন্যাধারা জেগেছে উন্মাদ ?
এ কোন্ আকাশ থেকে ঝরে পড়ে শ্রাবণের সুর
গম্ভীর সম্বৃত ছন্দে ভরে দিল হৃদয়ের অন্ধ অন্তঃপুর ?
মেঘে-চাপা বিজুলির ঘনঘন চকিত আভায়
সফেদ তরংগশীর্ষে পূতশুভ্র দ্রুতদ্যুতি নেচে নেচে যায় ।
সীমাহীন আকাশের ডাক শুনি মনের সীমায়
অনন্ত বর্ষার ঢলে ভাসালো বালির চর প্রচণ্ড বন্যায় ।
এ আকাশ, এ সমুদ্র, এ বন্যার উধাও ডানায়
আমার সাজানো ঘর ভেসে গেল, উড়ে গেল কোন কিনারায় ?

জানিনা ঠিকানা কোনো, জানিনা আশ্রয় কোনো
শুধু দেখি অসীম আকাশ
শুধু শুনি বাতাসের হু হু স্বরে ডেকে যাওয়া প্রচণ্ড প্রশ্বাস;
শুধু দেখি ঘরছাড়া কুলছাড়া উন্মথিত মরণের ঢল
হৃদয়ের কুল ছেপে দেহের কিনারা ব্যাপে
ভয়াবহ হাসি হাসে খল্ খল্ খল্ ।

বন্যার প্রাবল্য ধীরে ক্ষীণ হয়ে এল
পানির প্রকোপ কমে সবুজের ইশারা জানালো ।
প্লাবন নিকিয়ে নিল ভাঙাচোরা অযাচিত মাল
প্রবাহের খরস্রোত ছিনিয়ে কুড়িয়ে নিলো
ব্যথাদীর্ণ অসহ্য জঞ্জাল ।
পাথরের বুক থেকে মাটির প্রলেপ যত
খসে পড়ে গেছে
প্রতীক্ষায় বসে থাকি কবে হবে সবুজের
বেদনার্ত মৃদু আবির্ভাব
পাথরের বুক ফেটে আবার হাসবে কবে
স্নিগ্ধগন্ধী চামেলী গোলাপ!

www.pathagar.com

চার

১

জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু যার আছে
শ্যামপৃথ্বিকাব্য অধীরতা
রক্তঠোঁট গোলাপের দল
পাখি মাছ গাছপালা যতকিছু
বসন্তের আনন্দ-বিহ্বল
মুহূর্তের মৃত্যু দিয়ে ঘেরা
যৌবনের স্বপ্ন বোনে এরা ।
শক্তিমান জীবনের অস্থির গরিমা
ক্ষুন্ন করে রূহানীর অজড় মহিমা

২

এ জীবনে বন্দী হয়ে থেকে
রূহানীর নূরানীকে ভুলি,
রূহানীর দীপ্তি চোখে এলে
এ জীবন দেখেছি নূরালী ।
রূহানী অজড় দীপ্তি প্রেমেতে ভাস্বর
সেই প্রেম-দীপ্ত চোখে মৃত্যুই নশ্বর ।
পেরিয়ে সমুদ্র মরু বালুর পাহাড়
পূত মদিনায় তাই এসেছি এবার ।

৩

এই রাজ্যে মৃত্যু মরে গেছে
নিষ্কম্প গ্রহের শান্তি
নিষ্কাম সূর্যের আলো
ধমনীতে শুভ্র শান্তি আনে,

ধরণীর ধারন ধীরতা
নিঃশব্দ সৃষ্টির সুরে
মৃত্তিকা-কঠোর দেহে শান্তি ঢেলে দিলো ;
সমুদ্র-প্রশস্ত মনে জীবনের ডাক
নিরন্ত তারুণ্য দীপ্তি-মৃত্যু মরে যাক্ ।

www.pathagar.com

৪

তাই আজ সময়ের বাঁধ
ভেঙে চুরে চুর্‌মার্‌ হল
তাই আজ স্মৃতির গোলাপ
স্বপ্নের কমলে মিশে গেল,
তাই তার গাঢ় নীল চোখে
কেয়ামৎ প্রতিভাত হল ;
এক হল—শান্তিদীপ্ত সৃজন আলোক
আর সুপ্ত অন্ধকারে বিধ্বস্ত দ্যুলোক ।

৫

তাই আজ হে রসূল, হে দীপ্ত রসূল,
যে নূরেতে মাটির চেহারা
পুড়ে হল প্রসন্ন আলোক
যে আলোকে ভূলোক দ্যুলোক
এক হল ভবিষ্য-অতীত
যে আলোর অশ্রুত সংগীত
অদৃশ্য মনের কানে কানে
বেহেশতি সম্প্রীতি-কথা আনে
তোমার সে প্রেমালোকে হৃদয় ভরুক
নির্বেদন অমরত্ব জীবনে আসুক ॥

www.pathagar.com

লাব্বায়েক

আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক ইন্নাল্ হাম্‌দা
ওয়ান্‌নে'মাতা লাকা ওয়াল্‌মুল্‌ক
লা শরিকা লাকা
লাব্বায়েক
আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক

এক
দাহ্‌রানে

এখানে যদিও আজ বিজাতীয় সৈন্যদের ভীড়,
যদিও তৈলের খনি স্বর্ণপ্রসূ জীবন-সম্ভবা,
তবুও তোমার চোখ হৃদয়েরে আঘাত হেনেছে,
তবুও তোমারি ছোঁয়া বালুকার উত্তাপে পেয়েছি ;
তাইত মাটিতে শুয়ে দাহ্‌রান-দক্ষিণা তোমার
সউদী ঝঞ্ঝাট-সহা পোতাশ্রয়ে প্রসন্নতা আনে ।

বহুর বিহার ভূমি, বহুরূপী পোশাক-প্রলয়;
উত্তাপ-বিচর-ক্ষেত্র, পোতাশ্রয়ে উত্তপ্ত হৃদয়;
সহ্যের সাধনা তবু মৃত্তিকার ধৈর্য্য আনে মনে
নয়তো বিনষ্ট আশা; অগ্ন্যুদ্‌গার জ্বলন্ত পবনে ।

www.pathagar.com

দুই
হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ্‌

সর্বরূপের সর্ব রঙের সমাপ্তিতে
কালো, তোমার কঠিন কালো রূপ,
লক্ষ মুখের প্রেম-সোহাগের প্রশস্তিতে
বিশ্বজয়ী তুমিই তুমি, তুমিই অপরূপ।

আমার চুমা তুচ্ছ আমার নবীর চুমার কাছে,
নবীর ঠোঁটের আমেজতো পাই তাইতো তোমায় চুমি,
আমার চুমায় ধন্য আমি সব-পেয়েছির দেশে,
কালোর ছোঁয়ার আলো হল বদ্ধ হৃদয়-ভূমি ।

www.pathagar.com

তিন
ক্বাবা-শরীফ প্রবেশ মুহূর্তে

তোমার চোখের আলো কালো পাহাড়কে ধন্য করেছে
আমাকেও ধন্য কর
তোমার পায়ের ছোঁয়ায় জবলে নূরের গুহা তৃপ্তি পেয়েছে
আমাকেও তৃপ্ত কর
তোমার বুকের ক্বাবায় যত্ন-রক্ষিত জ্ঞান অবতীর্ণ হয়েছে
তার বিন্দুমাত্র প্রকাশে তূর ভস্মীভূত হয়েছে
তারই সুরের নৃত্যে এ পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে
আমাকেও নৃত্যচূর্ণ কর ।

www.pathagar.com

চার
ক্বাবাশরীফ

এখানে প্রবেশের বিশেষ কোন পথ নেই
সমস্ত পথের অন্তেই এর স্থান
যে কোন পথ দিয়ে যে কোন দিক থেকেই
হাজির হওনা কেন
চিরদিন এর আবৃতগম্ভীর রূপকে
দৃপ্ত দৃঢ় দেখ্‌বে

অন্তর বাসনা-শূন্য হোক
নচেৎ বিভ্রান্ত হৃদয় প্রতীক্ষিত ঘূর্ণন পথ হতে
বিচ্যুত হবে
হৃদয় দর্পশূন্য হোক
নচেৎ দর্পণে তাঁর প্রতিফলন
কালিমালিপ্ত হবে
শুধু চাই সুবিনম্র প্রতীক্ষায় তোমার উদয়
আদিম অন্তিম আলো চক্রবায়ে ভরুক হৃদয়

www.pathagar.com

পাঁচ
তাওয়াফ্

১

এখানে যে ঘূর্ণন, এতো ঘূর্ণন নয়, এ হচ্ছে সময়ের
সরল রেখাকে অতিক্রম করে চক্রবৃত্তের স্থির চাঞ্চল্যে
আত্মবিসর্জন । অতীত,বর্তমান ও ভবিষ্যতের
বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, বায়তুল্লাহ্ স্থিরবিন্দুকে
অনাদি ও অনন্তের স্থিরবিন্দু মেনে তারই
চতুর্দিকে বারম্বার নিজের সর্বস্বকে
নিয়োজিত করা ।

২

আত্মবিভ্রমে যে লিপ্ত,
এখানে এলে তার মুক্তি ।
জ্ঞানের গর্বে যে বিভ্রান্ত,
এখানে এলে তার শান্তি ।
সমাজের চক্রে যে পিষ্ট,
এখানে এলে তার গতি ।
বদ্ধ জলাশয়ের মাণ্ডুক্য এখানে বিনষ্ট হয়েছে ।
মুক্ত বারিধির চাঞ্চল্য এখানে নৃত্যশীল ।

৩

দিবা যেমন রাত্রিকে অবিরাম অনুসরণ করে,
গ্রহ উপগ্রহ যেমন অবিচ্ছেদ্য রীতিতে
সূর্যমুখীর ধৈর্য নিয়ে
নিত্যকাল সূর্য প্রদক্ষিণে রত
সমস্ত সূর্য তারা গ্রহ যেমন বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-বক্ষে
কোন এক চক্রপথে পরিচালিত;
কুল্‌মখ্‌লুক তেমনি সর্বদা
বায়তুল্লাহ্‌র প্রদক্ষিণে রত ।

www.pathagar.com

ছয়

আরাফাত্ মাঠে

তোমার দরবারে হাত তুলবার অধিকার তুমিই দিয়েছ
তাইতো এসেছি তোমার আরশের প্রচ্ছায়ে
আমার কর্দমাক্ত হস্তদ্বয় দেখে ধিক্কার দিয়োনা
ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্মবিচার দিয়ে
আমাকে লজ্জিত কোরো না
হে আমার লজ্জবরণকারী
মহীয়ান্ সাত্তার ।
গুণাহ্র ভরে যখন এই দেহ
প্রায় ন্যুবজপৃষ্ঠ, অর্ধেক অচল
তখন তোমার দয়ার দাক্ষিণ্যে সচল হয়েছে
আরাফাত্ মাঠে তাই তার উপস্থিতি
আর্শের নৈকট্যে তাই তার আত্মিক ভ্রমণ
বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝায় তার পরিবর্ধন সাধন কর
ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব্
রহমতের সমুদ্রতরংগ দিয়ে একে বিধৌত কর
ইয়া আরহামার্রাহেমীন
পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল লেবাসের উত্তরাধিকার কর
ইয়া আজিজু ইয়া গাফফার্
তোমার মুকার্রাবীন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর
ইয়া রাফেআ'দদ্দারাজাত্

শত্রুর হৃদয়ে মৈত্রীর খাহেশ্ জাগ্রত কর
দুস্তির দৌলতকে আত্মিক প্রাচুর্য দাও
তোমার হাবিবের বদৌলতে
তাঁর সিনার প্রশস্ততার মধ্যে
আমাদের হৃদয়কে মিলিয়ে দাও
আমাদের সিনাকেও বিস্তৃত, প্রশস্ত কর
জাহের বাতেনের ফেৎনাফসাদ থেকে রক্ষা কর
হিংসা হাসাদের কুঝ্ঝটিকা থেকে হৃদয়কে মুক্ত কর
তোমার আমার ভিতরে বিভেদের পর্দা যে বস্তু মজবুত করে
সে বস্তু বিদূরিত কর
আমাকে তার প্রভাব থেকে মুক্ত কর
আমার আর তোমার মখলুকের মধ্যে
যে বস্তু বিরোধ আর বিচ্ছেদের বৈষম্য সৃষ্টি করে

www.pathagar.com

সে বস্তুকে বিনষ্ট কর
আমাকে তার হাত থেকে রক্ষা কর
সর্বজ্ঞ তুমি আর সর্ব-অজ্ঞ আমি
যা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক
তা-ই যেন আমাদের প্রাপ্য হয়,
যা আমাদের জন্য অমঙ্গলজনক
তার কামনা মন থেকে বিদূরিত কর
আমাদের জীবন্ত কর তোমার হাস্তির ছোঁয়ায়
ইয়া হাইউ ইয়া কাইউমু
তোমার প্রিয়তম হাবিবের চয়িত উম্মত
ফাসেকী গোস্তাখী আর বেঈমানীর বেড়াজালে বন্দী,
তাদের সচেতন কর রহমতের তরবারির আঘাত দিয়ে
কর্তন কর গলিত কুষ্ঠগ্রস্ত অংগ
জাগ্রত কর তওবার জ্বালা
অশ্রুধারায় ধৌত কর কাল্‌বের কলুষ
ইয়া তাওয়াবুর রহিম

হে অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক
হে আমার সর্বস্বদাতা
হে আমার সৃজন পালন বর্ধনকারী
ইহ পরকালের একমাত্র কাণ্ডারী
তোমার কাছে চাইবার কিছুই নাই
একমাত্র তোমাকে ছাড়া

তোমার অরূপ রূপ দর্শনের সৌভাগ্য এনায়েৎ কর
তোমার মহব্বতের দরিয়ায় অবগাহনের ব্যবস্থা কর
আমার আমিত্ব চেতনা বিলুপ্ত হোক
তোমার সার্বিক সত্তার আলোকে
তোমার চক্ষু দিয়েই যেন দর্শন হয়
তোমার জবান দিয়েই যেন বচন হয়
তোমার হস্ত দিয়েই যেন লিখন হয়
তোমার পদযুগল দিয়েই যেন চারণ হয়
একমাত্র তোমার হাস্তিতেই আমার নাস্তি
ইয়া ফানাউল ফানা
ইয়া বাকাউল বাকা
ইয়া আর্‌হামার্‌রাহেমীন

www.pathagar.com

সাত
হেরা

সত্যস্নাত, ধৈর্য প্রফুল্য, বীর্য সংরক্ষিত, ধ্যাননিমগ্ন
মুক্ত অক্ষি ও চন্দ্রকপোল
হে আমার সাধনা-কঠিন পথের পথ-নির্দেশক
তোমার সাধনাগারে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করেছে রক্ষী
জবলে নূরের উচ্চশীর্ষের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি
তাই আমি অপেক্ষমান
চাতক হৃদয় আজ শুষ্ক কণ্ঠ অনন্য আশায়
হেরার গুহায় কবে, কখন প্রবেশাধিকার পাব ?

যতবার তাকে দূর থেকে দেখেছি
ততবারই বিসিম্মত হয়েছি
তার প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তিত মহাত্ম্যে
মীনার পথে যেতে তার সুডৌল চূড়া
চমকিত করেছে
সমস্ত পর্বত চূড়ার রুক্ষতা হতে তার মুক্তি দেখে
বিসিম্মত হয়েছি,
তায়েফের বন্ধুর পথে প্রবেশ মুহূর্তে

যতবার তাকে দূর থেকে দেখেছি
ততবারই বিসিম্মত হয়েছি
তার প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তিত মহাত্ম্যে
মীনার পথে যেতে তার সুডৌল চূড়া
চমকিত করেছে
সমস্ত পর্বত চূড়ার রুক্ষতা হতে তার মুক্তি দেখে
বিসিম্মত হয়েছি,
তায়েফের বন্ধুর পথে প্রবেশ মুহূর্তে
তার সন্ধ্যাকরুণামার্জিত নির্লিপ্ত শীর্ষ
আকর্ষণ করেছে,
তায়েফ থেকে মক্কামোয়াজ্জামায় প্রত্যাবর্তন কালে
দ্বিপ্রহরের সূর্যোজ্জল্য তার মসৃণ বক্ষে
আলোর প্রবাহ তুলেছে,
সউদী বন্ধুর মুখে স্বতঃস্ফূর্ত 'ইক্‌রাবেসমের' স্বর
অজান্তে ধ্বনিত শুনেছি

www.pathagar.com

শিহরিত বক্ষ, তাকিয়ে দেখেছি
অনির্দিষ্ট হেরা গুহার গভীরতা
বক্ষাবরণে লুকায়িত রেখে
জ্বলে নূরের রক্তারুণ মুখ
মুক্তিপথযাত্রী দলের দিকে
স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করছে—
আর আমাদের পথ-কাঠিন্যে নিপীড়িত শকট
মক্কা মোয়াজ্জামায় প্রবিষ্ট হচ্ছে।

www.pathagar.com

আট
মদিনার উদ্দেশ্যে

হে সত্যজয়ী
তোমার দরবারে আজ প্রবেশের অধিকার দাও
হে মিথ্যাবিলুপ্তকারী
তোমার মঙ্গলকক্ষে আজ করুণাকিরণ আশ্রয় দাও
হে রহমতুল্লিল্ আলামীন
অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ সমস্ত পথচারীর হৃদয়ের উপর
তোমার রহমত কওসর বর্ষণ কর
আজ এই দ্বিধাভক্ত পৃথিবীর বর্বর দ্বন্দ্বে
সাহারার কাঠিন্য জয়লাভ করেছে
দাজ্জালের মিথ্যাচার ইথারের তরংগ কণ্ঠে
অন্যমনস্ক বিশ্বের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হচ্ছে
পার্থিব শক্তির গর্বদর্পী ইয়াজুজ মাজুজ
সিকন্দর জুলকারনাইনের দেয়াল চূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছে
আজ এই অশান্ত অন্ধকার মুহূর্তে
হে সায়ফুল্লাহ তোমার তরবারি চাই
আজ এই বিশ্বব্যাপ্ত নতুন বদরে
হে রাহাতুল আশেকীন
তোমার প্রণয় চাই

সহ্য হয় না এই মৃত্যুকালো সভ্যতার ঘনঘন বিষাক্ত ফুৎকার
সহ্য হয়না প্রিয় মুসলিম জাহানেও উলংগ নৃত্যবাহার
সহ্য হয়না সখা প্রতিদিন বর্ধিত নেতি-উপহার
সহ্য হয়না আর মন্‌তেক্ কলহে লিপ্ত উলেমার চুলচেরা হিসাব-নিকাশ
সহ্য হয়না আর শুকরের প্রাণপূর্ত গরিমার যারা অর্থদাস
সহ্য হয় না সখা নিভু নিভু হেরার আলোক
বদর ওহোদ আর মিথ্যা হবে তোমার খন্দক ?

www.pathagar.com

নয়.

মদিনামুনাওওয়ারার পথে

১

তোমার আহ্বান মেনে
হে আমার চিত্ত-আহ্বায়ক
হেজাজের রেগিস্তান আর পার্বত্য-বন্ধুর দেশে
জেদ্দা হতে তিনশত মাইল উত্তরাঞ্চলে
তোমার চয়িত আবাস-ভূমি
মদিনা মুনাওওয়ারার পথে অগ্রসর হলাম ।

২

হিজ্বরৎব্রতে আদিষ্ট ও উদ্বুদ্ধ তুমি
সওর-গহ্বরে সিদ্দিকজাণুতে শায়িত তুমি
কাফেরের অন্ধ তরবারির হিংস্রতা হতে
মুক্তি-আদিষ্ট তুমি
তোমার সেই কঠিন পার্বত্য-বন্ধুর যাত্রার
বিন্দুমাত্র আজ অবশিষ্ট নাই ।
তারই সংগে লুপ্ত হয়েছে
কাফেলার গলঘন্টার জলতরঙ্গ সুর ।
আজ সেই মাসাবধি কালের সফর
সমাপ্ত হয় সপ্তম ঘন্টায়
মসৃণ চিক্কন পথে নবতম শেভ্রলেট শকটে
অথবা উধাও বাসের প্রায়-উদ্ভ্রান্ত চলনে ।
একশত, একশত বিশ মাইল গতিবেগ
স্পীডোমিটারে দ্রষ্টব্য হয়
আর প্রাণ হাতে করে বসে থাকি
পাহাড়ের বঙ্কিম পথে বিপরীতগামীর তীর্যক আলো

চক্ষুতে অন্ধত্ব আনে
জ্বলন্ত অগ্নিগোলক চক্ষু সহ অন্ধকার শকট
অদৃশ্য হয় পর্বতের বংকিম তালুতে
অথবা রেগিস্তানের প্রশস্ত প্রশান্তিকে
সচকিত করে দূরে দূরান্তরে ।

www.pathagar.com

৩

দ্বাদশীর শান্তচন্দ্র নির্মল আকাশে
টায়ার ফাটা মোটরের বিভ্রমের সুযোগ নিয়ে
প্রসন্ন আলোর স্নেহ গায়ে মেখে
মুক্ত পদ কোমল বালুকায় ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ঘুরে এলাম
মনে হল
একদিন এই কোমল মৃত্তিকায়
তোমার উট্‌নী চলেছে
আবার হুজ্জাতিলবিদার পর
সহস্র সংগীর সংগে
পরিচিত তারকার ইংগিত-সংকেত মেনে নিয়ে
তুমিও চলেছ
মদিনা মুনাওওয়ারার পথে
তোমার মুখচন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য এই চন্দ্রকে লজ্জা দিয়েছে
তোমার অংগুলি তরবারির শক্তিস্পর্শে
কম্পিত কলেবর
দ্বিখণ্ডিত দেহ হওয়ার কঠিন বেদনাস্মৃতি
নিশ্চয়ই তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে
তবু তার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব দেখার সৌভাগ্য প্রসন্নতা
আমার ঈর্ষার বস্তু।

৪

হে অমর শুক্ল চন্দ্র
তাঁর দীপ্তি-প্রসন্নতা-মাখা
সূর্য সখা, তোমার বিভাস
আমার কালিমা-লিপ্ত মুখে
তাঁর সেই সোহাগ স্পর্শের তৃপ্তি দাও
যেন তাঁর শাহী দরবারে প্রবেশ মুহূর্তে
তাঁরই সত্য প্রসন্নতায়
এই মুখ উদ্ভাসিত থাকে ।

www.pathagar.com

দশ

বদর

প্রভাতীসূর্য যখন রেগিস্তানের উষ্ট্র-পৃষ্ঠ-পর্বত চূড়াকে
লজ্জারুণ করছিল
মিঠে হাওয়ার প্রাণস্পর্শ সজীব করে তুলেছিল
আমাদের নির্মম মোটর-ধাবিত
নির্ঘুম শিরা উপশিরা
সেই পবিত্র প্রভাত মুহূর্তে
মদিনা মুনাওওয়ারা হতে
প্রায় দেড়শত মাইল দক্ষিণে
ইতিবৃত্তের অপরাজেয় মুহূর্তের সাক্ষ্যভূমি
রসূল প্রণয়ী সাহাবীদের স্বার্থ ও প্রাণদানের লীলাভূমি
বদরের জীবন্ত গোরস্তানে এসে উত্তীর্ণ হলাম ।

বালুকায় গভীর পদচিহ্ন এঁকে এঁকে
এগিয়ে গেলাম
ভগ্ন ও ভংগুর মাটি-পাথরের বদরী বাড়ীর দিকে
হঠাৎ দেখা দিল
কাকচোখ পানির অগভীর ফল্গুপ্রবাহ
বামপার্শ্বে রসূল পদস্পর্শে পবিত্র মসজিদ
স্বল্পায়তন যার সউদী কল্যাণে প্রশস্ততা অর্জন করেছে
ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করে
মসজিদের টিলা থেকে অবতীর্ণ হয়ে
খর্জুরবাগের ঘনশ্যামতৃপ্ত রূপ
বামপার্শ্বে বিস্তীর্ণ রেখে
সাহাবীদের রক্তদান স্বাক্ষরিত বদর-প্রান্তরে
পদরক্ষার সৌভাগ্য হল ।

ধর্মজ্বালার আতিশয্যে নিশ্চিহ্ন হওয়া প্রান্তরে
শুধু এখন নীচু পাথুরে দেয়ালের চৌহদ্দী ঘেরা
বালুমণ্ডলে আস্তীর্ণ আজ
ধর্মরক্ষী সাহাবীদের শেষ আবাসভূমি
গুম্বদ-ছায়াস্তীর্ণ চবুতর সউদী কল্যাণে বিনষ্ট হয়েছে
চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত

www.pathagar.com

কোরানের নূরানী আয়াত-সম্বলিত
প্রাচীন প্রস্তর
আর তার চতুর্দিকে বদরীদের পাথর চিহ্নিত
নিশ্চিহ্ন কবর-ভূমি ।
তসবিহ্ পাঠ মগ্ন ফকিরের মুখেই তাই
ত্রয়োদশ সাহাবীদের পূতনাম উচ্চারিত শুনলাম
আর হস্তোত্তলন করে
তাঁদের জীবন্ত আত্মার মঙ্গলকামনায় ফাতেহা পড়লাম
আর তাঁদের বদৌলতে
নিজস্ব আত্মিক মংগল কামনা করলাম
মুখ তুলে দেখি
প্রভাতী আলোর বন্যা
বদর প্রান্তরকে উদ্ভাসিত করেছে,
মুক্তনীল আকাশের নীচে
পর্বত-ঢেউয়ে নিরন্তর ঘিরে ধরা
কোমল বলিকা মণ্ডপ প্রান্তর
প্রস্ফুরিত কোরকের মত মুক্তবক্ষ তাকিয়ে আছে
এখানে সত্যের জয় ঘোষিত হয়েছিল
মুষ্টিমেয় সত্যসন্তানের সর্বস্বদায়ী সংগ্রাম
আল্লাহ্‌র কল্যাণে বিজয়মণ্ডিত হয়েছিল

তাঁদের পদপ্রান্তে আমার চুম্বন রেখে
ফিরে চল্‌লাম
তাঁদের প্রেমাস্পদ
চন্দ্রোজ্জ্বল-কপোল-শোভিত

মদিনা মুনাওওয়ারা নূরানীকারী
অন্ধত্ব দ্বিখণ্ড-কারী
আখেরী দিনের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের
একমাত্র সত্য কাণ্ডারী
প্রাণপ্রিয় রসূলের
নিশ্চিত আবাসভূমির দিকে ।

www.pathagar.com

এগার
মদিনা

১

এখানে তোমার পদ আববণ খোল
হৃদয় তোমার তৃষিত চাতক হোক
চোখ হতে আজ বিশ্ব নেকাব তোল
মুকুরে তোমার দিক্‌দর্শন হোক

২

খর্জুরবাগ মিম্বর-রাগ গুম্বদ শুধু বহিরাবরণ
তারই দৌলতে ভুলোনা প্রণয়ী প্রীতম প্রানের শান্তি শয়ন
ভুলোনা মনের গৌষ্ঠব দিয়ে তার মন তুমি করবে চয়ন
তাঁরই চরণের চারণ-ভূমিতে সেই চন্দ্রের ফুটবে সন্নরণ মরণ-জয়ী
তবেই তোমার জীবন-মরণ সার্থক হবে সত্য শরণ মিথ্যা-জয়ী

৩

এখানে তোমার পদআবরণ খোল
বৃশ্চিক ভয় সর্পজিহ্বা অন্ধকার
দংশন জ্বালা ভোল
এখানে তোমার পদ আবরণ খোল

www.pathagar.com

বার
ওহোদ

তীব্রতীক্ষ্ণ সূর্যরশ্মির সম্পাতের নীচে
মদিনামুনাওওয়ারার শুষ্কতার কাঠিন্য মেনে নিয়ে
জবলে ওহোদের কাছে এলাম ।

হিন্দার কঠিন মুখ বিকৃত ভংগীতে
উদিত হয়ে বিলীন হল—
সইয়েদেনা হাম্‌জার কলিজা চর্বণ রত
বীভৎসতায় ভয়ংকরী ।
এখানে সত্যের পরাজয় হচ্ছিল
লালসার প্রলোভনে স্থানচ্যুত হয়েছিল
আত্মতৃপ্ত মুসলিম
তাই রসূলের মস্তকে বর্মশিরস্ত্রান আঘাত হেনেছে
তাই তাঁর দান্দান শহীদ হয়েছিল ।
সেই কাফেরের দল এখনও পর্বতের শীর্ষ পথে
দ্রুতবেগে নেমে আসে
সমস্ত বিশ্বের মুসলিম মানসে
তাদের লালসার ঢেউ চমক লাগায় ।
দৃঢ়শীর্ষ অমর ওহোদ
রসূলের পদক্ষেপে কম্পমান বক্ষ
হে আমার জবলে ওহোদ
চূর্ণ চূর্ণ পর্বত সমষ্টি
হে মধ্যাহ্ন সূর্যসংগী অন্ধকার বিরাট ওহোদ
রসূলের পিতৃব্য প্রতিম
রুস্তমী বিশাল-বক্ষ-মহীরুহ
হাম্‌জার অঙ্কধাত্রী
সর্বশূন্য জীবন্ত ওহোদ
অন্ধকার অতীতের লালসারঞ্জিত রক্তের সাক্ষ্য তুমি
রসূল-প্রণয়ী সর্বত্যাগী সাহাবীদের বিরাম চিহ্ন তুমি
জীবনের পূর্ণপাত্র সত্যোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবার
সাক্ষ্যভূমিও তুমি
হে আমার জীবন্ত ওহোদ

www.pathagar.com

যেমন তোমার বক্ষ রসূলের পদস্পর্শে কম্পিত হয়েছিল
আমারও অন্তর তেমনি প্রণয়দোলায় কম্পিত হোক ;
যেমন তোমার ইতিবৃত্তের ছন্দে
জীবন মরণ গাথার অতীত সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে
তেমনি আমার পথ চলায়
সর্বপথের অন্তবিন্দুর আলো দীপ্তিমান হোক ;
যেমন তোমার অংকশায়ী সইয়েদেনা হামজার দান
অক্ষয় স্বর্ণপক্ষীর কণ্ঠে
শান্তি-সত্যের জয় বলিষ্ঠ করেছে
তেমনি আমার মনের বাজুতে
বলিষ্ঠতার তীব্রতা আসুক,
সহস্র বর্বর হিন্দার কলিজা-চর্বণ ভীতি
তোমার দৃপ্তদর্শনে মিথ্যা স্বপ্নের মত বিলীন হোক ;
মদিনা মুনাওওয়ারার প্রভাতী বায়ুর সোহাগে যেমন
গ্রীষ্মের তীব্রতা বিলীন হয়,
মসজিদে নবুবীর মিম্বর শীর্ষ দর্শনে যেমন
পথশ্রান্ত তৃষ্ণার্ত আত্মার কণ্ঠ তৃপ্তিপূর্ণ হয়,
হে আমার জান্নাতবাসী বলিষ্ঠ ওহোদ,
আজ এই তীব্র তীক্ষ্ণ সূর্যরশ্মির জ্বালাও তেমনি
তোমার দর্শনে মধুর হয়েছে ;
আমার দেহের শোনিত লহরী তাই
তোমাকে সালাম জানায় ;
মদিনার পবিত্র অংক পরিত্যাগ মুহূর্তে আজ
গ্রহণ কর
অখ্যাত অবজ্ঞাত এই রসূল বংশধরের
জীবনের পূর্ণপাত্র সত্যোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবার
সাক্ষ্যভূমিও তুমি
হে আমার জীবন্ত ওহোদ

যেমন তোমার বক্ষ রসূলের পদস্পর্শে কম্পিত হয়েছিল
আমারও অন্তর তেমনি প্রণয়দোলায় কম্পিত হোক ;
যেমন তোমার ইতিবৃত্তের ছন্দে
জীবন মরণ গাথার অতীত সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে
তেমনি আমার পথ চলায়

www.pathagar.com

সর্বপথের অন্তবিন্দুর আলো দীপ্তিমান হোক ;
যেমন তোমার অংকশায়ী সইয়েদেনা হামজার দান
অক্ষয় স্বর্ণপক্ষীর কণ্ঠে
শান্তি-সত্যের জয় বলিষ্ঠ করেছে
তেমনি আমার মনের বাজুতে
বলিষ্ঠতার তীব্রতা আসুক,
সহস্র বর্বর হিন্দার কলিজা-চর্বণ ভীতি
তোমার দৃপ্তদর্শনে মিথ্যা স্বপ্নের মত বিলীন হোক ;
মদিনা মুনাওওয়ারার প্রভাতী বায়ুর সোহাগে যেমন
গ্রীষ্মের তীব্রতা বিলীন হয়,
মসজিদে নবুবীর মিম্বর শীর্ষ দর্শনে যেমন
পথশ্রান্ত তৃষ্ণার্ত আত্মার কণ্ঠ তৃপ্তিপূর্ণ হয়,
হে আমার জান্নাতবাসী বলিষ্ঠ ওহোদ,
আজ এই তীব্র তীক্ষ্ণ সূর্যরশ্মির জ্বালাও তেমনি
তোমার দর্শনে মধুর হয়েছে ;
আমার দেহের শোনিত লহরী তাই
তোমাকে সালাম জানায় ;
মদিনার পবিত্র অংক পরিত্যাগ মুহূর্তে আজ
গ্রহণ কর
অখ্যাত অবজ্ঞাত এই রসূল বংশধরের
অকুণ্ঠ সালাম ।

www.pathagar.com

কবি সৈয়দ আলী আশরাফের রচনার সাথে আমি ছাত্রজীবন থেকে পরিচিত। তাঁর কবিতায় রয়েছে এমন এক ধরনের রহস্যময় আধ্যাত্মিক গুণ যা তাঁর সমসাময়িক কবিগণ প্রায় উপেক্ষা করেই আধুনিকতার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সৈয়দ আলী আশরাফ ঐতিহ্য ও পরম আস্তিকতাকেই কবিতার উপজীব্য করে দূরে সরে যান। এই দূরে সরে যাওয়ার অন্য একটি কারণ সম্ভবত তাঁর দীর্ঘ প্রবাসযাপন এবং অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা সূত্রে ব্যাপকতর উদার মানসিক আদান প্রদান। এতে সমকালীন কবিদের সাথে তাঁর একটা বিচ্ছেদ ঘটলেও নিজের রচনার স্বাতন্ত্র্য অবিচল রাখতে চেষ্টার কোনো কমতি নেই। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতাগুলো পাঠ করে আমার ধারণা আমাদের কবিতার অনেক অভাব তিনি দৈবভাবে পূর্ণ করে তুলেছেন। কবিতা অনেক রকম হোক এটা যাদের কাম্য সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা পাঠ করে তারা পরিতৃপ্ত হবেন। বাংলা কবিতার অন্য একটা আধুনিক দিক যার নাম বিশ্বাসের নির্ভরতা তা সৈয়দ আলী আশরাফ আমাদের দোদুল্যমান চিত্ত চাঞ্চল্যের উপশম হিসেব উপস্থিত করেছেন। বাংলা কবিতাকে দিগ্বিজয়ী করতে হলে এই বই আমাদের একান্ত দরকার।

আল মাহমুদ
২·১২·৯১ ইং